কাঙ্গালের ধন।

ধনীর নিকটে কাঙ্গাল হয় অতি হেয়।
কাঙ্গাল কাঙ্গালে হয় মনের প্রণয়॥
কাঙ্গালের ভাগ্যে যদি ধন কভু হয়।
চুরিকরি আনিয়াছে ধনী সদা কয়॥
এ ধন সে ধন নহে যাতে হিংসা হয়।
এ ধন লভিলে হয় ধর্ম্মের আশ্রয়॥

শ্রীমতী ভবতারা দাসীর দ্বারা

প্রকাশিত।

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ॥০

৺কাশীধাম, রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীভূপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

* বাবা! আপনি কি ভাবে কোথায় আছেন তা জানিনা। আপনার সুকর্ম্মফলে আপনি যে স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ আপনি যে কতলোকের (কি স্বজাতীয় কি অন্যজাতীয়) অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন, কত লোককে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা এ দাস শুনিয়াছে ও স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এ দাসের নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ তাই আপনার চরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে নাই। এ দাস আপনাকে উদ্দেশে শত সহস্রবার প্রণাম করিতেছে। আপনি আপনার সংসার ক্ষেত্রে যতগুলি গাছ বসাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল দুটী মাত্র গাছ এখনও বেঁচে আছে, বাকি প্রায় সবগুলি অকালে মারা গিয়াছে। গাছ গুলির দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন গাছের ফল পরীক্ষা করিয়া যান নাই। এতদিন পরে ঐ বাকি দুটী শুক্‌নো গাছে পাতা গজাইয়া ফল ধরিয়াছে। সে ফলটী আর কিছুই নহে, "কাঙ্গালের ধন"; তাহা আপনার চরণে

---

* নাম ৺রাধাকৃষ্ণ হালদার, জাতি তন্তুবায়, নিবাস ৬১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা। ইনি তেজের সহিত ডাইরেক্টর জেনেরল পোষ্টআফিসে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, দয়া যে কি জিনিষ ইনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

উৎসর্গ করিতেছি। ঐ ফলটী জনসাধারণের মুখে ভাল লাগিবে কি না জানিনা, যদি শ্রীহরির কৃপায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে দুই একজনের মুখে ভাল লাগে, তাহা হইলে এ দাসের পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি তাং ২০ শে চৈত্র, ১৩২৬ সাল।

সেবক—

আপনার হতভাগ্য চতুর্থ পুত্র।

প্রিয়তমে!

আমি জীবনে তোমাকে কখনও কিছু দিয়া সুখী করিতে পারি নাই। কেবল তাড়না ও অসুখী করিয়াছি। আমার হৃদয়ে যে ধন লুকান ছিল, তাহার একখানি ফটো তোমাকে দিতেছি। যদি তোমার ভাল লাগে তুমি মুদ্রিত করিয়া জন সাধারণের কর কমলে অর্পন করিবে। কিন্তু ঐ ফটোর কোনস্থানে আমার নামটী প্রকাশ করিও না। আর ইহা হইতে যা আয় হইবে, গরীব দুঃখীকে দান করিবে। সাবধান সত্য হারাইও না।

হতভাগ্য স্বামী।

গরলে অমৃত

ইহা সকলেই শুনিয়াছেন যে সমুদ্র মন্থনের সময় গরলে অমৃত উঠিয়া ছিল, কিন্তু তাহা মানবে দেখে নাই। আমি তাহা দেখিয়াছি। যদি গরলে অমৃত দেখিতে চান, তাহা হইলে আমার স্বামীর "কাঙ্গালের প্রশ্ন" পুস্তকখানি ভাল করিয়া পড়িলে বেশ দেখিতে পাইবেন। এখন ভাবছি কোথায় কি জিনিষ লুকানো থাকে, তাহা জানা বড় কঠিন। ভাল ও সত্য জিনিষ কেহ সহজে বাহির করে না; কি ভুল বুঝিয়াছিলাম। এই পুস্তকখানিতে যে সব ঘটনা লেখা আছে সব সত্য। আমার স্বামী আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য কত তাড়না ও কত কষ্ট দিয়াছিলেন আমি ভ্রমে পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কি অন্যায় কাজ করিয়াছি। তিনি বরাবর বোল্‌তেন "তৈরি হও, পেছিয়ে পড়বে"। আমার সামান্য বুদ্ধিতে কিছুই বুঝ্‌তে পারতুম না। কুপথগামী হওয়ার দরুণ আমি তাঁহাকে কত তিরস্কার কোর্‌তুম, কত গঞ্জনা দিতুম। এখন দেখ্‌ছি তিনি আমার মঙ্গলের জন্যই তাড়না কর্‌তেন। বাস্তবিক আমি এখন অনেক পেছিয়ে পড়েছি। আর নাগাল পাই কি না সন্দেহ। তবে যদি ভগবানের ও স্বামীর দয়া হয়, তবে পেতে পারি। তিনি কথায় কথায় বোল্‌তেন জগতে পূর্ব্বের ন্যায় সতী কোথায়? স্বামীর নিকট হইতে পীড়ন করিয়া ভাল ভাল

গহনা, ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল এসেন্স, ভাল ভাল পোষাক লইয়া বাড়ীতে নজরবন্দী থাকিলে ও স্বামীকে নজরবন্দী রাখিলেই যে সতীত্ব রক্ষা হইল ও সতী হইল তাহা নহে। এখন তাঁহাকে সতীত্ব মানে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, সৎ এর (অর্থাৎ সততার) অস্তিত্ব রক্ষার নাম সতীত্ব রক্ষা, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি (অর্থাৎ সত্য) নষ্ট হইলে সতীত্ব নষ্ট হইল। শুদ্ধ পাশববৃত্তি অন্যের দ্বারা চরিতার্থ না হইলেই যে ধর্ম্মরক্ষা হইল, তাহা নহে। তবে ইহাও একটা সৎপ্রবৃত্তির অংশমাত্র। এখন ভেবে দেখ্‌লুম কথাটা ঠিক। যে স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে তাড়না ও বাক্য যন্ত্রনা দ্বারা ছয় রিপুর বশবর্ত্তী করে ও তাঁহার সত্য ও সত্ব নষ্টকর্‌বার চেষ্টা করে সেই স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি রহিল কোথায়? কাজেই ধর্ম্ম নষ্ট হইল। তিনি বলেন আজ কাল দেব দেবী দর্শন, পূজা, ব্রত,-পালন ইত্যাদি করিয়া স্বামীকে দেখান যে আমি সতী, আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। স্বামীও স্ত্রীকে সেইরূপ ভাবিয়া তাহার কথায় উঠে এবং বসে। কিন্তু আমার স্বামীকে আমি কখনও উঠাতে বা বসাতে পার্‌লুম না। কেন পারি নাই, তাহা এখন বেশ বুঝিয়াছি। ঐ রূপ কার্য্য করা গরলে অমৃত থাক্‌লে শক্ত এবং অমৃতে গরল থাক্‌লে সহজ। তাই বলি হে ভগ্নিগণ! কোমর বাঁধ আমার স্বামীর হৃদয়ের গুপ্তধন "কাঙ্গালের ধন" পুস্তকখানি পড়, নিজে সত্যবদ্ধ হইয়া স্বামীকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্ম উত্তেজিত কর। নিজেদের সাধে জলাঞ্জলি দাও, নিজেদের পোড়া পেটের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসিতার জন্য আর স্বামীকে অধর্ম্মে

প তত ক্রও না। তাঁহাকে সত্যের ও সহ্যের সাধনা করিতে দাও। প্রথমে নিজে দেখাও, ছেলেদের শেখাও, কাজে কাজেই তিনিও বাধ্য হইবেন। বাজে বিষয়ে বাধ্য না করিয়া এই দুটীতে প্রথমে বাধ্য করাও। তা না হলে আমার ন্যায় হতভাগিনী হইতে হইবে। পেছিয়ে পড়িবে। ভগ্নীগণ, এটা বড় দুখের কথা যে, কথায় কথায় কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলে। তোমাদের হাতে ধরে বলছি এস আমরা শাস্ত্র উল্টে দি। জগৎকে দেখাই কামিনী (অর্থাৎ স্ত্রী) ভিন্ন ধর্ম্মপথের পথিক হইবার সহজ উপায় আর নাই। ভগবান্‌কে ডাক ;—সমস্বরে ডাক —ডাক যেন ভগবানের কাণে যায়, সকলে বল হে দয়াময়! স্বামীকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যাবার বল দাও! এস আমরাও সত্য ও সহ্যের সাধনা করিয়া সমস্ত শত্রুর (৬টা রিপুর) গলা টিপে মেরে ফেলি। আর অধিক কি বোলব আমি হতভাগিনী, হেলায় বুঝতে পারিনি। আশা করি ভগ্নিগণ, দাসীর কথা রাখতে ঘৃণাবোধ কোরো না। স্বামীর প্রণীত "কাঙ্গালের প্রশ্ন" পুস্তক খানি শুনিয়া ভাল লাগাতে, আমি ছাপাইয়া সাধারণের সম্মুখে বাহির করিলাম। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে আমার ও স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সকলে এ দাসীকে মাপ করিবেন। মন্দ কাজ লুকাইয়া সকলে ভাল কাজ দেখাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু, আমার স্বামীর হৃদয়ে এখন কোন ভয় নাই, তাই তিনি তাঁহার খারাপ কাজ প্রকাশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি অনেকক্ষেত্রে সত্যের সহ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইছেন। বোধ হয়, সমুদায়গুলি দেখাইলে

আত্মগরিমা প্রকাশ হয় বলিয়া সমস্তগুলি উল্লেখ করেন নাই।

ভগ্নিগণ! ভাব্‌ছো কি? বোধ হয় তোমাদের মনে ভয় হচ্ছে সত্য ও সত্ত্বের সাধন কর্‌লে কি করে মেয়েদের বিয়ে হবে? তার জন্য ভয় কি? নিজের মেয়েদের সত্য ও সত্ত্বের উপদেশ দিয়া প্রত্যেকটি কার্য্যে দেখাইয়া দাও। এই সব কার্য্যে সভা করিয়া বক্তৃতার দরকার নাই। প্রত্যেক ঘরে ভগ্নীদের মনের তেজ ঐরূপ হইলে সেইতেজ যখন একত্রীভূত হইবে, তখন তাহার আলোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে; এবং তাহার জ্যোঃতিতে মদগর্ব্বিতা মহিলাগণের চোক্ ঝোলসে যাবে। আর তোমাদের দিকে চাইতে পারিবে না। ধনবানের মধ্যে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ প্রায় অধিকাংশই নিমন্ত্রণের বাড়ীতে যাইবার সময় যাহার যাহা অলঙ্কারের জিনিষ (ভাল কাপড় গহণা) সঙ্গে লইয়া যায়, আর যাহার নাই চেয়ে নিয়ে যায়। অতএব আমার ন্যায় দুঃখিনী ভগীনী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য গহনা কাপড়ের আকাঙ্খা বাড়াইয়া স্বামিকে আর কষ্ট দিও না। ছেলেমেয়েদেরর পাঠাইও না। দুখান লুচিখেতে গিয়ে তার সরঞ্জমের জন্য অভাব আনিও না। "অভাবে স্বভাব নষ্ট।" তখন দেখিবে ছেলেমেয়েরা শাক ভাত খাইয়া মনের সুখে সত্যও সত্ত্বের সাধনা করিতেছে। এইরূপ করিতে করিতে আদান প্রদান সমান সমানে চালাইতে পারিবে। মেয়ে যদি সত্য ও সত্ত্বের সাধনায় উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে তাহাকে যেখানে ফেলিয়া দিবে সেইখানে মনের সুখে থাকিবে। তখন কে কার গহনা দেখিবে, নিজের গহনা নিজে দেখিবে আর বাক্সে তুলিয়া রাখিবে। যখন ধনীর

ঘরে মেয়ের বিবাহ দিলেও মেয়ের কষ্ট দেখা যায়, তখন ধনীর ঘরে মেয়ে ফেল্‌বে এ আশার আবশ্যক কি? মেয়ের যদি সমস্ত ভাল গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহার গহনার আবশ্যক কি? দোষ ঢাকিবার ও জাঁক জানাবার জন্য গহণার আবশ্যক। ভগ্নিগণ! এইবার ভেবে দেখ, মেয়ের গুণ থাকলে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা থাকে কি না; এইবার গরীব ভগ্নির কথাটি রাখিয়া জগৎ আলোকিত কর। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক। ইতি

তারিখ ৩০ শে চৈত্র, সন ১৩২৬ সাল।

কাঙ্গাল দাসের—সেবিকা
শ্রীমতী ভবতারা দাসী।

কাঙ্গালে কাঙ্গালের ধন যত্ন করতে জানে। ধনীর নিকট কাঙ্গালের ধন চোখের বিষ। তাই আমার ভয় হচ্ছে।

শ্রীশ্রীসিদ্ধিদাতাগণেশায় নমঃ।

কাঙ্গালেন্দ্র-পন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি কে তা জানিনা, কোথা হ'তে এসেছি তা জানিনা, কোথা যাব তাও জানিনা ; তবে এই মাত্র জানি যে লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া আমি মানব দেহ ধারণ করিয়াছি। আমার অল্প বয়সে (১০ বৎসর বয়সে) আমার পিতা মাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। বাল্যকালে আমার বৈমাত্র ভ্রাতা ৺নেপালচন্দ্র হালদার ও তাঁহার পত্নী ৺সৌদামিনী দাসীর স্নেহে লালিত পালিত হইয়া এক রকম খুঁটে খেতে শিখেছি। তাঁহারা যেরূপ স্নেহ করিতেন, আমিও তদ্রূপ

তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। * কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভগবানের চক্রে তাঁহারা ও আমার আরও ৭।৮ ভাই বোন আমাকে সকলে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। এখন ভ্রাতার মধ্যে "আমি" (পিতার এক কুলাঙ্গার পুত্র) বর্ত্তমান আছি। আমার যখন জ্ঞান হইল সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, তখন আমার মনে মনে এই আপশোষ হইতে লাগিল যে, হায়! হায়! এ জনমে শ্রদ্ধা ভক্তির জীয়ন্ত প্রতিমূর্ত্তি পিতা মাতার সেবা করিতে পারিলাম না, নিশ্চয় আমার জীবন বৃথা যাইবে। সেই অবধি আমার "ভক্তি শ্রদ্ধার" উপর অধিক ঝোঁক চাপিল। সেই ঝোঁক মনে মনে হরিপাদপদ্মে ও কলিকাতার নিমতলা ঘাটের মা আনন্দময়ীর পাদপদ্মে চাপাইয়া সংসার খেলা খেলিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বাল্যকাল হইতে বিশ্বাস আছে যে পাপের অনুতাপই পাপের মুক্তি। এই সাহসে নির্ভর করিয়া আমি মহামহিম পাঠক ও পাঠিকাগণকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে আমি একজন পাষণ্ড। জগতে হেন কুকার্য্য নাই, যাহা আমি করি নাই। আমি যৌবনাবস্থায় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাসক্ত, গোঁয়ার,

* অদ্যাবধি অনেকে জানেন নেপালচন্দ্র হালদার এই কাঙ্গালের সহোদর ভাই।

ইত্যাদি নানা মন্দগুণে ভূষিত ছিলাম। আমার নিজের দোষ স্বীকার করাতে বোধহয় আপনারা ঘৃণা না করিয়া নিজগুণে ক্ষমা করিলেন। বাল্যকাল হইতে আমি অনেক সভায় যোগদানে করিতাম, কিন্তু এক কাণ দিয়া ঢুকিত ও অন্য কাণ দিয়া বাহির হইত, ফল কিছুই হইত না; আর আমার তদ্রূপ বিদ্যাও ছিলনা যে আমি পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিব। আমার বিদ্যা মাইনর পাশ। আমার বিদ্যার দৌড় এইবার আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লউন। যদি আমি কোন অপ্রিয় রূঢ় কথা কিম্বা কোন অশ্লিল ভাব প্রকাশ করি, আশাকরি আপনারা আমাকে পাগল বলিয়া ক্ষমা করিবেন। বাস্তবিক আমি পাগল, তা না হইলে আমি ভাইদের মধ্যে একা বাঁচিয়া থাকিব কেন? পাগল অনেক দিন বাচিয়া থাকে। "পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়।"

যখন দেখিলাম এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিতেছে অপর কাণ দিয়া বাহির হইতেছে, তখন ভাবিলাম কুকর্ম্মের ও সুকর্ম্মের ফলাফল কার্য্যে পরিণত করিয়া দর্শন করিব। সেই জন্য অন্তরে ভাল উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া হরিপদ ও তারাপদ ভরসা করিয়া, পাপ ও পুণ্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে

লাগিলাম। পাপক্ষেত্রে সত্য ও সত্ত্বের বীজ নষ্ট হয় ও আকাঙ্খার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বৃক্ষ হইয়া ফল প্রদান করে। কিন্তু আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সত্যের ও সত্ত্বের বীজ বজায় রাখিয়া, আকাঙ্খার বীজ নষ্ট করিব; আর জগতে বন্ধু আছে কি না ইহাই স্বচক্ষে দেখিব। অসময় না হইলে বন্ধু চেনা যায় না। পাপ যেখানে অসময়ও সেইখানে। লোকে কেবল দুঃখ করিয়া মরে নিজের কর্ম্মফল নিজে ভাবিয়া দেখে না। ভাল কাজ করিয়া নিজের আত্মশ্লাঘা করিলে সে কার্য্য ভাল কাজ বলিয়া ধরা যায় না ও তাহাতে ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। ইহাতে আর কিছুই হয় না ক্রমে ক্রমে মনে মনে গর্ব্বের বীজ বপন করা হয়। তবে আমি পূর্ব্বোক্ত দুই ক্ষেত্রে এই বোধগম্য করিয়াছি যে জগৎ স্বার্থপূর্ণ—বন্ধু বিরল; আর পাপে নিরানন্দ ও পূণ্যে আনন্দ। আমার যে যে কার্য্যে আনন্দ হইয়াছিল ও তাহার সুফল পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে ২।১টী কার্য্য যাহাতে ভগবানের অপার মহিমা ও দয়া অনুভূতি হইয়া ছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আমার প্রতি ভগবানের দয়া না হইলে আমার ঐরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইত না। ভগবানের দয়া ভিন্ন কাহারও কোন কাজ করিবার ক্ষমতা

নাই। যেখানে "আমি" শব্দ যুক্ত হয় (অর্থাৎ আমিত্ব ভাব) সেখানে মূর্খতা এবং আত্ম গরিমা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রথম—যখন আমি পাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি, সেই সময়ে হটাৎ একদিন আমার জ্বর হইয়াছিল। সেই দিন উপবাস দিয়া আফিস যাই। যখন আফিস থেকে ফিরে আসি, সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময়ে দেখি, আমার বাটীর প্রায় সম্মুখে গলির মোড়ে (পূর্ব্বে বৈদ্যপাড়াগলি বলিয়া খ্যাত এখন পাথুরিয়া ঘাট বাইলেন) ভয়ানক ভিড় এবং ঐ গলির মোড়ের বাটীর লোক সকল ও রাস্তার অন্যান্য লোক ও একজন পাহারওয়ালা একটা লোককে তাড়না করিতেছে ও গালাগালি দিতেছে। নিকটে যাইয়া ঐলোকটীর অবস্থা দেখিয়া ভগবানকে মনে পড়িল মনে মনে কহিতে লাগিলাম হায়! হায়! এমন অবস্থাতে ও লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে হয়। (ঐ লোকটী একটী মৃতদেহ মাদুরে জড়াইয়া দড়ি বাঁধিয়া নিমতলাঘাটে সৎকারের জন্য লইয়া আসিয়াছিল) একে সে নিজে কালা তাহার উপর তার লোক বল নাই ও অর্থ হীন। তাই আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জ্বরের অসুস্থাবস্থায় আমি আমার বাটীর ভাড়াটে "বরদা ময়রাকে" কহিলাম

যে চারিটী টাকা ও একগাছা বাঁশ নিয়ে আয়। ভগবানের ইচ্ছায় সে কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া আমার কথানুযায়ীক দুইটী জিনিষ লইয়া আমার সঙ্গে সেইস্থানে উপস্থিত হইল। আমি যখন বাঁশটী লইয়া মৃতদেহে গলাইয়া আমি ও বরদা তুলিয়া ধরিলাম তখন সকলে কেহ /০ কেহ ৵০ কেহ ৶০ শেষ কালে ঐ বাড়ীওয়ালা।০ দিয়াছিল। সাধারণের প্রদত্ত পয়সাগুলি তাঁহার কাপড়ের খোঁটে বাঁধিয়া দিয়া ঐ লোককে এক বগলে চাপিয়া ধরিয়া হরিবোল দিয়া নিমতলাঘাটে লইয়া গেলাম। লোকটী খোঁড়া ছিল ও আসামী সঙ্গে না লইলে ঘাটে দায়ী হইতে হবে বলিয়া ঐ ভাবে উঁহাকে ধরিতে হইয়াছিল। নিমতলা ঘাটে ২৲ টাকা সৎকারের খরচ রফা করিয়া তাহাকে বাকি দুইটাকা দিয়া লাস্ জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া আড্ডায় আসিয়া খাটি খাইয়া ছিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি আমার জ্বর নাই ক্ষুধা হইয়াছে। ভগবানের খেলা দেখিয়া আমার চোখে দুই এক ফোঁটা জল পড়িল ও মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল।

দ্বিতীয়ঃ—আমি যখন দিল্লিতে পোষ্ট আফিসে কার্য্য করিতাম তখন আফিস ফ্রেণ্ডের মধ্যে দুইটী

বন্ধুর (শ্রীমহাদেব বসু ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়) এক সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়া হয়। দিল্লির প্রসিদ্ধ ডাক্তার সান্যাল মহাশয় উহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। উভয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। জ্যোতিন্দ্র নাথ গুপ্ত বলিয়া আমার একটী বন্ধু ঐ রাজেন্দ্র লালের আর্থিক অবস্থা ও সাংঘাতিক পীড়ার কথা বলিল। আমি বলিলাম আচ্ছা, এখন তুমি যাও আমি বৈকালে যাইব। আমি আফিস্ হইতে বাটী আসিয়া বাক্সে দেখিলাম সংসার খরচের টাকা ভিন্ন আর অধিক টাকা নাই। (কারণ সে সময়ে কায়ক্লেশে সংসার চালাইবার খরচের টাকা ভিন্ন হাতে অধিক টাকা থাকিত না ;) বেতনের বক্রী সমুদায় টাকা ঋণ শোধের জন্য দিতে হইত। আমি জীবনে দুইবার ঋণ করিয়াছিলাম। নিজের উদরের জন্য, অপব্যায়ের জন্য কিম্বা সুখাভিলাষের জন্য কখন কাহারও নিকট হাত পাতি নাই। ঐ ঋণটী আমার বাটী মেরামতের জন্য বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে ভগবান যা দিবেন তাহাতেই তুষ্ট থাকিব। তখন রাজেন বাবুর পীড়া সম্বন্ধে ডাক্তার বলিয়াছিলেন বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষা হইবে না। আমার মনে তখনই উদয় হইল যে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?"

তখনই আমি আমার প্রতিবেশী একটী ভদ্রলোকের (সকলেই বাঁড়ুয্যে মশাই বলিয়া ডাকিত নাম করিতে ইচ্ছা করি না) নিকটে যাইয়া ১৫৲ পনরটী টাকা কর্জ্জ চাহিলাম। তাহাতে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, যে তুমি টাকা চাহিতেছ আমি দিতেছি, কিন্তু বোধ হয়, তোমার টাকা আর আদায় হইবে না। ঐ কথাটী শুনিয়া আমার মনে দুঃখ হইল, আমি বলিলাম আপনার টাকার কোন ভয় নাই আমি দায়ী রহিলাম। তৎপরে আমি টাকা লইয়া রাজেন বাবুর স্ত্রীর হাতে জ্যোতিন বাবুর মারফত দিলাম। ভগবানের দয়াতে আমরা পাঁচ ছয় জন বন্ধু ২ সপ্তাহ রাত্রি জাগরণ করিয়া রুগীর শুশ্রূষা করাতে একরকম রোগের বৃদ্ধি অনেকটা কমিয়া গেল ও জীবনের আশা হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজেন বাবু শরীরে জোর পাওয়াতে ছুটী বাড়াইয়া দেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমার হাতে ১৫৲ টী টাকা দিয়া এমনি কৃতজ্ঞতা-সূচক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, যে, জীবনে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কখনও শুনি নাই কিম্বা শুনিব না। কথাটী আর কিছুই নয় কেবল "ভাই তোর ঋণ আমি এজীবনে শোধ দিতে

পারিব না তুই বেঁচে থাক।" তখন আমার মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। ভগবানের এই খেলা দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলাম। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল, তৎসঙ্গে মনে মনে সাহস বাড়িতে লাগিল। আপনারা মনে ভাবিতে পারেন যে আমি নিজের বাহাদুরী জানাইবার জন্য এই সব লিখিলাম তাহা আমার উদ্দেশ্য নহে। সুকর্ম্মে ভয় নাই সেইটী দেখাইলাম ও যে ভাবে যে থাকিতে ইচ্ছা করে ভগবান সেই ভাবে তাহাকে চালান। নিজের গরিমা আর অধিক করিতে ইচ্ছা করি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে সেই বন্ধুটী ৮।১০ বৎসর চাকরী করিয়া সম্প্রতি কয়েক মাস গত হইল মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তবে আমার একটী প্রধান দোষ আছে যে, অন্যায় সহ্য করিতে পারি না হটাৎ রাগ হইয়া পড়ে এই জন্য পূর্ব্ব হইতে পাঠক পাঠিকা বর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখিতেছি, কারণ এই পুস্তকে আমার নিজের ক্রোধের বিষয় উত্থাপন করিয়া পাপের শাস্তি করিব। আসল কথা না লিখিয়া কতকগুলি বাজে কথা লিখিয়া পাঠক দিগের চিত্তকে অধৈর্য্য করিয়া

তুলিলাম। আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। তবে "বসে খেলে রকম পাওয়া যায়।"*—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই কেহ কোন কাজ করে পূর্ব্ব হইতে ঢাক পিটিয়া কিম্বা সংবাদ-পত্রে ছাপাইয়া নিজের নাম বাহির করিতে চেষ্টা করে। কার্য্য যে কতদূর সুসম্পন্ন হইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখে না। কোন ক্রিয়াকলাপ ঘটিলে প্রথমতঃ বায়না দিবার হুকুম দেন, পরে পাওনাদারের তাগাদার গুতোয় গোপালের ঘরবার হয়। শেষে গালাগালিও খায়। আবার পুস্তক লিখিতে লিখিতে তাহা শেষ না করিয়া কাগজে ছাপাইয়া দেয়। আমার নাম বাহির করিতে ইচ্ছা নাই, তবে সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া

*যিনি সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একটী জমি কিনিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া মনের আনন্দে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছেন।

আমার সামান্য বুদ্ধিতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হওয়াতে এই পুস্তকখানি লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহা আর কিছুই নয় কেবল আমার বাতুলতা মাত্র। যখন পুস্তক লিখিতেছি তখন একটা নাম চাইতো, আমাকে আপনারা "কাঙ্গালদাস" বলিয়া মনে করিবেন। যদিও আমার পিতা ১৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়াছিলেন, তত্রাচ তাঁহাব পুত্র এই কাঙ্গালদাস পিতার নগদ এক কপর্দ্দক না পাওয়াতে অনেক কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। কৃষ্ণের শতনামের মধ্যে "কাঙ্গালের ঠাকুর" একটী নাম আছে। কাঙ্গালের দাস না হইলে কাঙ্গালের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না; যেমন বড়লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার দাসের দাস হইতে হয়। প্রথমে দ্বারপালের দাসভাবে খোসামোদ না করিলে বাটীর কর্ত্তার সাক্ষাৎ অসম্ভব। আমার গত অবস্থা ভাবিয়া ও ভগবানের দয়া পাইবার আশায় আমার এই নামটী নিজে রাখিতে বড়ই ভাল লাগিল। কারণ আমার কোন চাপরাস নাই কিম্বা কোন উপাধি নাই। আজ কাল সকল ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তর্ক ভিন্ন কথা নাই। কি ভগবৎ সভা, কি স্বদেশী সভা, কি গান

বাজনা, কি পুস্তক লেখা, কি ক্রিয়া কলাপের সময়, কি সংসার সম্বন্ধে কোন কথা, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে লোকের ছিদ্র অন্বেষণের চেষ্টা। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর' কি স্ত্রী, কি পুরুষ, প্রায় সকল লোকে সর্ব্বদা তর্ক করে. কিন্তু নিজের ছিদ্র দেখিয়া সতর্ক হইতে শেখে না। কেবল গুণে ভূষিত. সকল লোককে দেখিতে পাওয়া যায় না, তা বলিয়া কি লোকের কেবল দোষ দেখিয়া মানুষকে মন্দ বলা যায়। ইহা নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। জগতে একভাবে কাটাতে পারিলে, তাহা অপেক্ষা সুখ আর কিছুই নাই। কিন্তু লোকে স্বাধীনতা বলে আকাঙ্খার বশে মনের ভাব নানারূপে পরিবর্ত্তন করিয়া নানারূপে কষ্ট পায়। ভগবানের অনুগ্রহে এই কাঙ্গাল-দাস সুখে দুঃখে প্রায় জীবনের অর্দ্ধেকের উপর একভাবে কাটাইয়া এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছে।

খাম্বাজ মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

ভবিতব্য

হইবেক যাহা হইবেক তাহা হইল হয়েছে হবে।
ভুত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ধ্যান ধেয়ান সুখদ ভবে॥
হয়নিকো যাহা করিও না তাহা ভাবন আবুল কবে।

আকুলতা বসে ব্যাকুলতা বাড়ে উভয়ই দুঃখের তরে॥
আকুল ব্যাকুল হওন কারণ পরাণ মোহিত হয়।
মোহের প্রভাবে আশার উদয় জীব হৃদয়ে হয়॥
আশ উদয়ে জীব ভ্রময়ে জীবন ভরিয়া ভবে।
ভ্রমণ প্রভাবে রিপুগন বশী হইয়া পীড়ায় জীবে॥
রিপুর পীড়নে আমিত্ব বাঁধনে ভূষিত হইয়া সদা।
যাইছে জীবন সুখে দুঃখে ভবে ঘুরিয়ে গোলক ধাঁদা॥
তথাপি চেতনা হলোনা হলোনা নিত্য ছুটাছুটি করে।
জানিনা জগতে কাহার তরাসে বহুরূপী রূপ ধরে॥
ক্ষণেতে দয়ার উদয় সাগর ক্ষণেতে কৃপণ হয়ে।
ক্ষণেতে ভদ্র ক্ষণে অভদ্র সাজিয়া বেড়াই ধেয়ে॥
ক্ষণেতে বস্ত্র বেড়িয়া শরীরে গম্ভীর হইয়া বসে।
ক্ষণেতে নবীন বাসনা বিহীন প্রবীন সাজিয়া বসে॥
ক্ষণেতে শীকারি ক্ষণেতে ভিখারি কাঁধে করে আশাঝুলি।
ক্ষণে দিগাম্বর সাজিয়া জগতে হাঁসা কাঁদা কোলাকুলি॥
ক্ষণে স্নেহরসে হিয়াদ্রবীভূত ক্ষণেতে নিঠুর হই।
ক্ষণে ক্রোধভরে অধীর হইয়া পরুষ বচন কই॥
ক্ষণেতে উগ্র মুরতি ধরিয়া কঠোর তাড়না করি।
ক্ষণেতে হিংসা নলেতে পড়িয়া মরমে জ্বলিয়া মরি॥
ক্ষণে যাচি ক্ষমা কর জোড়ক'রে ক্ষণে নিজে ক্ষমা করি।
জানিনা জগতে কাহার ভয়েতে ক্ষণে ছাড়ি ক্ষণে ধরি॥

ক্ষণে আজ্ঞাকারী দাস ভাবেতে ক্ষণেতে নিজেই প্রভু।
কখন লেটেরা কখন ভেটেরা চোর সাধু মনে কভু॥
যদিও এরূপে কাটিতেছে আয়ুঃ তবু না বুঝিতে পারি।
যাঁহারে দেখিয়া মোহিত হোয়েছি হৃদে আশা পেতে পারি॥
আশাতে আকুল হতাশে আকুল উভয়ে বিষমতা।
তাই বলি মন একাদশে দম হৃদে পাবে সমতা॥
সমতা প্রাপণ রুচি যদি হয় হরিনাম সদা লহ।
হরির হুকুম পালন করিতে প্রাণ পণ করি রহ॥
(কাঙ্গাল দাস)

হরির হুকুম পালন অর্থাৎ "কর্ত্তব্য পালন"। কর্ত্তব্য পালন কি না "সংসার পালন"। লোককে শিক্ষাদিবার জন্য মহাপুরুষ কিম্বা অবতার (অবতারদেব কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের বীজ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন) তাঁহাদিগের লীলা দেখাইয়া ইচ্ছানু-যায়ীক দেহত্যাগ করেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টিকেও সংসার অর্থাৎ জগৎবলে, আর মানুষের সৃষ্টিকেও সংসার বলে। ঈশ্বরের সংসার বড় আমাদের সংসার ছোট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার রচনা কৌশল দেখিয়া আমরা তাঁহাকে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না ও তাঁহাকে

ভালবাসিতে ইচ্ছা করি না ; অথচ মানুষের গঠিত সংসার দখিয়া যে যাহার নিজের দ্রব্যগুলি ও জীবগুলিকে কেমন ভালবাসি। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বাল্যকাল হইতে যেমন দেখা যায় শুনা যায় সেইরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান হয়। বাল্য বয়সের মন স্বভাবতঃ কোমল থাকে, তাহাতে ভালকর্ম্মের বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ধর্ম্মবিনা ধনও বিদ্যা অকর্ম্মণ্য এবং তাহা ধূর্ত্ততা ও শঠতায় পরিপূর্ণ হয়। আজ কাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ রূপ ধন ও বিদ্যা যে যার নিজের পুত্রদ্বারা উপার্জ্জন করাইবার পিতামাতার বিশেষ চেষ্টা। তাঁহারা বোধ হয় ভাবেন আমার এইটী প্রধান কর্ত্তব্য। তা না হইলে তাঁহারা কথায় কথায় বলে কেন "লেখাপড়া না শিখলে টাকা আন্‌বি কি করে" "খাবি কি কোরে"। এইরূপ ভাবে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। তবে যে, সব পিতামাতা এইরূপ করে, তাহা নহে। যাহাতে বাল্য-বয়সে নির্ম্মল চিত্ত, কষ্ট সহিষ্ণু, সত্যপ্রিয়, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি, নির্লোভী প্রভৃতি সদ্‌গুণ (যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে আত্মজীবনের উন্নতি করিতে পারিবে) হয়, সেইরূপ শিক্ষা আর জগতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন যাহাতে নিজের স্বার্থ সাধন

হয় সেইরূপ চেষ্টা হইয়াছে। এস্থানে স্বার্থ কথাটী পিতামাতার সম্বন্ধে লিখিলাম ইহাতে শব্দগত দোষ হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যগত দেখিতে গেলে বোধ হয় ঠিক দেখিতে পাইবেন। কারণ, কথায় কথায় পিতামাতা বলেন, রোজগার না কর্‌লে খাবি কি করে? যেমন "ঝি কে মেরে বউকে শিখান" সেইরূপ বোধ হয় পিতামাতা ভাবেন ছেলে রোজগার না কোর্‌লে আমরা বুড়ো বয়সে খাব কি করে। আর ছেলে লেখাপড়া না শিখ্‌লে আমরা মাংস বেচবো কিকরে অর্থাৎ ছেলের বিবাহ দিয়ে কন্যাকর্ত্তাকে পীড়ন করে টাকা নোবো কি করে। আর যেখানে দিদিমা কিম্বা ঠাকুরমা থাকে আর যদি সোহাগের নাতি থাকে, তাহা হইলে সেই নাতি কি শেখে কেবল "বাবুয়ানা," "ফুস্‌ফুস্ গুজ্ গুজ্" ক'রে দিদিমা ঐ নাতির কাছ থেকে ঘরের ও বাহিরের সব খবর জানিতে পারে ও বসে বসে চাল চালে ও সদাই চোখের জল বাহির করিয়া মায়া জানায়। কি কালই পড়িয়াছে, সরলতার লেশ মাত্র নাই কেবল টাকা টাকা; যাহার দ্বারা মনের কষ্ট আনয়ন করিয়া মনকে নিস্তেজ করে।

ভৈরবী—কাহারবা।

রূপিয়া তোমার গুণ কি বলিব আর॥
যখন যার কছে থাক, তখনই তার মান রাখ,
তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায় খাতির সবার॥
তুমি না কাছে থাক্‌লে, মাগ ছেলে কত কি বলে,
পিতামাতা বলে সদা ওরে কুলাঙ্গার॥
তুমি যখন থাক ট্যাঁকে, বন্ধু আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
ফাঁকে ফাঁকে রগড় মেরে হয় চক্ষের বার॥
তোমার একটী আছে জোর, বিয়ের পণে কর রগড়,
কাল প্যাঁচা খ্যাঁদা মেয়ে কর তুমি পার॥
তোমার একটী গুণ আছে, থাকোনা তুমি কেরাণীর কাছে,
দুচারদিন বাদে তাদের করাও হাহাকার (মাইনে পাবার)
বেশ্যাগণ তোমায় পেলে, হোগ্‌না তাদের ভাবের ছেলে,
তাদের সঙ্গে বিহার করে একি চমৎকার॥

(কাঙ্গাল দাস)

টাকার ত এই গুণ। তবু সেই টাকার জন্যে মনুষ্য মাত্রেই নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। ভগবান যা দেন, যদি তাহাতে তুষ্ট থাকিয়া মনের মালিন্য দূর করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে পরিণামে তাহার মনে নিশ্চয়ই শান্তি আসিবে। ইহা আমি নিজের জীবনে পরীক্ষা করিয়াছি।

তবে আপনারা বলিতে পারেন, অভাব হয় বলিয়া লোকে টাকা টাকা করে; সে কথা সত্য, কিন্তু অভাবটী আনে কে? ভগবান কাহারও অভাব দিয়া জগতে পাঠান নাই। যাহার যতটুকু জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক, ততটুকু দিয়া তিনি পাঠাইয়া দেন। তা না হইলে মানব মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইলে কে তাহার আহার যোগায়? ইহাতেও ভগবানকে বিশ্বাস হয় না, ইহা দুঃখের বিষয়। অভাব বলে হাত পা বিশিষ্ট কোন জন্তু নাই। অভাব মনের এবং মন যে যাহার নিজের। অতএব অভাব মানুষ নিজে চাল বাড়াইয়া উৎপন্ন করে। নিজের যখন অভাব হয় তখন এ ভাবটী বেশ বোঝা যায়; আকাঙ্ক্ষা কিম্বা নিজের ক্ষমতারিক্ত কাজ করিলেই অভাব হয়।

সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিব। এই তিন শ্রেণীর লোকের প্রায় সকলের জীবনে আকাঙ্ক্ষা ও সাধ আছে। আকাঙ্ক্ষা নিজের জন্য ও সাধ পারিবারিক লোকের জন্য। ধনীর ও দরিদ্রের হৃদয়ে সহজে অভাব বোধ হয় না। ধনীর হৃদয়ে শান্তি আসিতে পায় না, কারণ তাহারা ভোগবিলাসে সর্ব্বদা মত্ত থাকে, কিন্তু দরিদ্র অভাবকে উপেক্ষা করে, সহজেই তাহাদের হৃদয়ে শান্তি আসে। মধ্যবিত্তের সর্ব্বসময়ে মনের কষ্ট,

কারণ সর্ব্বদাই তাহাদের অভাব। এ কাঙ্গাল অনেক মধ্যবিত সংসার দেখিয়াছে কিন্তু প্রায় কোন সংসারে শান্তি নাই, কারণ মধ্যবিতলোক ক্ষমতার অতিরিক্ত আশা করে। মধ্যবিত্ত যদি ধণীর সঙ্গ না করিয়া দরিদ্রের সঙ্গে থাকিয়া নিজের অবস্থা তুলনা করে তাহা হইলে আর মনে কষ্ট হয় না। কিন্তু আজকাল নিজের মান গৌরবের বৃদ্ধি ও সাহায্যের আশায়, ধনীর সহিত অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে ; এদিকে তাহার কর্ত্তব্য পালনের দিকে ক্রমে শূন্য পড়িতে থাকে। সেইজন্য সংসার সম্বন্ধে গুটিকতক কথা এই কাঙ্গাল বলিতে ইচ্ছা করে। যে গুণ নিজের নাই তাহা অন্যকে দেখান কঠিন ও কেহ তাহা মানে না। নিজে প্রথমে অভ্যাস করিতে হয় পরে শিক্ষা দিতে হয়। সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাংসারিক ব্যক্তির দোষ গুণের উপর নির্ভর করে। নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান দোষ গুণের তালিকা দিলাম। সেইগুলি যদি মানব মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া চলেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার মনে শান্তি আসিবে। নতুবা যতই পয়সা হোক, যতই লোকজন থাকুক কিছুতেই সুখ নাই। দোষগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও সত্বের সাধনা করিলে শান্তি নিশ্চয় আসিবে।

ধর্ম্মপথের শ্রেষ্ঠ সাধন। (ক)
"সত্য"
"সহ্য"

নং	ধর্ম্মপথের কণ্টক (খ)	নং	ধর্ম্মপথের সাহায্যকারী (গ)
১	কাম।	১	ইন্দ্রিয় দমন
২	ক্রোধ।	২	নিত্য উপাসনা।
৩	লোভ।	৩	নিঃস্বার্থ পরোপকার।
৪	মোহ।	৪	বৈরাগ্য।
৫	মদ।	৫	প্রভুভক্তি।
৬	মাৎসর্য্য।	৬	সরলচিত্ত।
	অনুচরগণ।	৭	শান্তস্বভাব।
১	উচ্ছৃঙ্খলতা।	৮	দয়া।
২	সাংসারিক দুশ্চিন্তা।	৯	অল্পে সন্তোষ।
৩	পাটোয়ারি বুদ্ধি।	১০	আমিত্ব ভাবশূন্য।
৪	বহ্বালাপ প্রবৃত্তি।	১১	নিজের দোষের প্রতি লক্ষ্য।
৫	কুতর্কেচ্ছা।	১২	অন্যের গুণের প্রতি লক্ষ্য।
৬	ধর্ম্মাড়ম্বর।		

(ক) ধর্ম্মপথের অর্থাৎ যোগসাধনের ভিত।

(খ) এই দোষ গুলি লক্ষ্য রাখিয়া দমন না করিলে, জীবনে অভাব যায় না ও কষ্ট পাইতে হয়।

(গ) এই গুণির দ্বারা দোষগুলি আপনা হইতেই দমন হয় ও প্রাণে শান্তির উদয় হয়। শান্তি আসিলেই ভগবানের দয়া হইবে। কারণ তাঁহার নাম শান্তিময়। যেখানে শান্তি নাই সেইখানে তাঁহার আবির্ভাব হয় না।

যাঁহার উপর সংসারের ভার, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য পূর্ব্বোক্ত দোষ গুণ গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা। কিন্তু আজ কাল যে বাটীর কর্ত্তা সে নিজেই ঐ বিষয় অবহেলা করে। তাহার দেখাদেখি বাটীর অন্য সকলে তাহাকে অনুসরণ করে। ইহা বড় দুঃখের বিষয়। বাটীর কর্ত্তার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য রাখা উচিত।

১। প্রথমে সংসারে একটা নিয়ম রাখা চাই; অর্থাৎ ঠিক সময়ে, শয্যাত্যাগ, নিয়োজিত কার্য্যসমাধা, ভোজন, শয়ন, অধ্যয়ন, ভ্রমণ, ইত্যাদি।

২। সংসারে কেহ না বলে যে এটা না হলে চলবে না। (সর্ব্ববিষয়ে)

৩। পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা একেবারে স্থগিত। (কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ)

৪। গুরুজনের প্রতি ভক্তি।

৫। পিতামাতা কিম্বা সম্পর্কীয় গুরুজনের প্রতি অবহেলা প্রকাশ না করা। এই নিয়মগুলি যখন সুচারু রূপে চলিবে, তখন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত দোষ ও গুণ গুলি পরিত্যাগ ও গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্যে পরিণত করিয়া সংসারের অন্য লোকের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু আজ কাল প্রায় কোন সংসারে এইরূপ বন্দোবস্ত ও শিক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আজকাল ভালখাবো, ভাল পড়বো, ভাল বিছানায় শোব, কেহই খারাপ খাব না। প্রায় অনেক বাড়ীতে স্ত্রী পুরুষে চা না হইলে বিছানা ছাড়িতে পারে না। দেখা দেখি ছেলেপুলেদের ধাত সেইরূপ হইয়া যায়। ইহাও একটি অভাবের কারণ।

নিম্নলিখিত কারণে অভাব উৎপন্ন হয়।

১। স্ত্রীর তাড়না ও অপরের দেখিয়া নিজের ছেলেকে ভাল পোষাক ও ভাল খাওয়াইতে সাধ।

২। স্ত্রীর গহনা ও ভাল কাপড় ইত্যাদির তাড়না ও তাহা মস্তক অবনত করিয়া সুসম্পন্নের চেষ্টা।

৩। স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা (শ্বশুর বাটীর সম্পর্কীয় লোক জন লইয়া আমোদ আহ্লাদ)

৪। নিজে কাহার ছেলে সেটা ভুলিয়া গিয়া নিজের মান বাড়াইবার চেষ্টা।

৫। বাড়ীতে নুন আনতে পানতা ফুরিয়ে যায় কিন্তু বাহিরে লম্বা কোঁচা।

৬। বিভিন্ন প্রকার নেশার বশ।

৭। বিভিন্ন প্রকার বিলাসিতার দ্রব্য সঞ্চয়।

৮। নিজের খাতির বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন সমিতির চাঁদা।

৯। কথায় কথায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ।

১০। কর্জ্জ করিয়া কিম্বা ভিক্ষা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম।

১১। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া খাতিরে হঠাৎ কোন কার্য্য করা

১২। মকর্দ্দমা }
১৩। কন্যাদায়। } এই দুইটীতে লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

যখন জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটার স্থিরতা নাই তখন পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া অভাব উৎপন্ন দ্বারা কি সুখ ভোগ করা যায় তাহা বলিতে পারি না। ভগবান জীব সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাহার আহারের সংস্থান করিয়া দেন। তবে লোকে উদরের জন্য কেন এত ভাবনা করে তাহা বলিতে পারি না। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ভগবানকে অবিশ্বাস করিয়া মনকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কষ্ট ভোগ করা। যাহাকে যেমন ভগবান দেন যদি তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সব সংসার শান্তিময় হইয়া আইসে। সেইরূপ সংসার খুব অল্পই দেখা যায়। প্রত্যেক সংসারে হিংসা, ক্রোধ, আত্মপরিমা ছাড়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা

বড়ই দুঃখের বিষয়। হয়! হায়! ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া অনিশ্চিত সুখের জন্য ভগবানকে ভুলিয়া যায়। যেখানে এরূপ লীলা হয় সেখানে সুস্থবুদ্ধির লোক থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। রতনে রতন মেলে. যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা হয়। এই জন্য কোষ্ঠি দেখিয়া লোকে ছেলের বিবাহ দেয়। সংসারটা আর কিছুই নহে; মায়া, আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির রঙ্গভূমি। কেহ মায়া ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া উন্মত্ত হয়, কেহ শ্রদ্ধা ভক্তি লইয়া উন্মত্ত হয়। প্রথম দুইটীতে মনকে সঙ্কীর্ণ করে আর দ্বিতীয় দুইটীতে মনকে উদার করে। অধিকাংশ মোহান্ধ লোক, নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও মান বাড়াইবার জন্য নানা রূপ কষ্ট স্বীকার এবং উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাহাতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, সে বিষয়ে একটীবারও চেষ্টা কিম্বা যত্ন করে না। অপরের খোসামোদে ভুলিয়া গিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া যা তা একটি কাজ করিয়া ফেলে ও পরিশেষে অনুতাপ করে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

বিষয় মদে মত্ত হয়ে, পরের কথায় আর ভুল না।
ভুলাতে অনেক আছে, সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না।
অন্যাবধি শুনছ কথা, করেছো কি তায় মর্ম্মগাথা,
সংসার মঞ্চ আর কিছুই নয়, স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না।
সংসারে রূপ হলো, মায়াকাঙ্ক্ষা আছে ঘিরে,

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তা'তো তারা জানতে দেয়না॥
শ্রদ্ধা ভক্তি দুই দেবী, পিতৃ মাতৃ রূপ ধরি,
বিশ্বাসকে এগিয়ে দিয়ে, পাছে থাকে তাও বুঝলে না॥
যা হবার-তা হয়ে গেছে, দেখোনা আর ফিরে পাছে,
কর্ম্মফল ভুগতে হবে, হরি বোলে সরে পড়না॥

(কাঙ্গাল দাস)

প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কাহাকেও "বামন হইয়া চাঁদধরিবার আশা" এই উপমা দেওয়া যায়, তখনি সে বলিয়া বসে "আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে", আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচিত না ইহা সত্য। কিন্তু যাহাতে মনের ক্ষনিক সুখ হইবে সে বিষয়ে আশা অপেক্ষা, যাহাতে নিশ্চিত (অর্থাৎ সত্য) চিরস্থায়ী সুখ হইবে, যাহাতে শান্তি আসিবে, যাহা সর্ব্বসময়ে সঙ্গে থাকিবে সে বিষয়ে আশা করা কি ভাল নহে? দুঃখের বিষয় এই যে, প্রথমোক্ত আশার জন্যে লোকে পাগলের ন্যায় ছুটাছুট করে। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় আমিত্ব বাঁধনে বদ্ধ হইলে ঐ রূপ আশার উদয় হয়।

কীর্ত্তনের সুর, একতালা।

রিপুর পীড়নে আমিত্ব বাঁধনে, মন কত আশা করে।
আশাতে আকুল, হতাশে আগুল, তবু আশা নাহি ছাড়ে।
ভোগেতে নবীন আশার উদয়, অভোগে জ্বলিয়া মরে,
(আবার) ভোগের বাসনায় নশ্বর দেহে, যাওয়া আসা ভবে করে॥

বৃথা আশা চিন্তায় হয় আয়ুঃক্ষয়, তবু আশায় ঘুরে মরে.
ভ্রমণ প্রভাবে রিপু হয় বলী, জীবের পীড়ন তরে ॥
আশার কুহকে, মায়ার প্রভাবে, শান্তি নাহি আসে প্রাণে,
শান্তি বিনা শান্তিময়েরে, হারায় জন্ম জন্মান্তরে ॥
(তাঁর) নামেতে শান্তি, দূর হয় ভ্রান্তি, ক্লান্তি নাহি ধরে,
তাই বলি মন হওরে মগন (হরি) নাম সুধা সাগরে।
(তাই বলি মন হরি হরি বল, সদাই বদন ভরে ॥
(যদি যেতে চাও ভবপারে)

(কাঙ্গালদাস)



তৃতিয় পরিচ্ছেদ।

"সত্য-আশা" খুঁজিতে গেলে—"সত্যের" সাধনা করিতে হয়; যেখানে সত্য সেইখানেই সহ্য। সহ্য ও সত্য কিরূপ, যেমন কৃষ্ণ বলরাম। স্বয়ং ভগবান কত লোকের অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, কিন্তু আমরা ছ—টা রিপুর তাড়না সহ্য কবিতে কাতর হই। সত্য যে কি পদার্থ, সত্যে যে কি সুখ, সত্যের যে কত তেজ যে সত্যের সাধনা করিয়াছে সেই জানে। সত্য—পথের পথিক হইলে তাহার মনের অবস্থা যে কত উন্নত হয়, তাহা ঐ পথের পথিক ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। মিথ্যার পথ কিরূপ, যেমন দিল্লীকা লাড্ডু। ইহার দুদিকেই আপ সোস্।

সত্য ও তাহা পালন।

সত্য যে কি তাহা অনেকে বুঝে না। সত্য আর কিছুই নহে ধর্ম্ম। দুঃখকে গীতা পরধর্ম্ম বলিয়াছে।

দুঃখীর (অর্থাৎ যাহার অভাব আছে) সংসর্গে থাকে বলিয়া লোকে দুঃখ করে। ধর্ম্ম অর্থ সত্য। সত্য ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। ইহা রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিলে উত্তম বোধগম্য হয়। পরধর্ম্ম অর্থাৎ দুঃখের নিয়মাঙ্গ পালনাদি অপেক্ষা স্বধর্ম্মে নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকিয়া মরাও ভাল। পরধর্ম্ম অর্থাৎ মিথ্যায় সর্ব্বদা মনের অশান্তি ও আতঙ্ক বৃদ্ধি করে। রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা কার্য্যে পরিণত করা, কি সেইরূপ আজীবন কার্য্য করার নাম স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য পালন। কি প্রতিষ্ঠা, কি মন্ত্র, কি ব্রতাদি, কি দান, কি পরোপকার, সকল সময়ে জিহ্বাকে স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য পথের পথিক করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। "ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" এই কথা গুলি অতি সুন্দর জ্ঞানজনক, কিন্তু লোকে ইহা কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ভাবে না, যখন কার্য্যের ব্যতিক্রম হয় তখনই মুখ হইতে ঐ কথা বাহির করে। অতএব যে বিষয় কার্য্যে পরিণত করিব, তাহার সত্য বা প্রতিজ্ঞা করার পূর্ব্বে ইহা ভাবা উচিত, ইহা সত্য বা অসত্য, ইহা নিজের ক্ষমতার অন্তর্গত বা ক্ষমতার বহির্ভূত; যদ্যপি অসত্য ও ক্ষমতাতীত বোধ হয় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে।

পাগলের মত, কিম্বা খাতিরে, কিম্বা লোক লজ্জা ভয়ে, যা তা একটা কথা বলিয়া সত্য বা পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা অতীব গর্হিত কর্ম্ম, ঐ কার্য্য সম্বন্ধীয় উভয় ব্যক্তিরই পক্ষে বিষময় ফল উৎপন্ন করে। এই সব কারণে সত্যের পূর্ব্বে মনে মনে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি ভাবিয়া লইতে হয়।

১। করণীয় বা অকরণীয়।

২। সক্ষম বা অক্ষম।

৩। সহজে সম্পাদিত হইবে কি না?

(অল্প আয়াস সাধ্য কি বহু আয়াস সাধ্য)

৪। সর্ব্ব সমক্ষে কি গোপনে সাধিত জনক কি না?

৫। কোন বিঘ্ন ও বিপত্তি হইবে কি না।

৬। অপরের অনিষ্ট বা অসন্তোষ জনক কি না?

৭। নিজের বা পরিবার বর্গের শান্তি কি অশান্তি।

বিচারে যদি অকরণীয়, বহু আয়াস সাধ্য, গোপনে সাধিত, বিঘ্ন বা বিপত্তি উৎপাদক, অন্যের অনিষ্ট বা অসন্তোষ জনক, নিজের বা পরিবার বর্গের অশান্তি প্রদ বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ ঐরূপ সংকল্প ত্যাগ করিবে; এবং নির্ভয়ে বলিবে যে ইহা আমাদ্বারা সম্পাদিত অসম্ভব। সত্য কিম্বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সময় লোকলজ্জা কিম্বা

খাতিরের দিকে ভুলেও লক্ষ্য রাখা উচিত নহে। শুদ্ধ যে পরের সঙ্গে সত্য কি প্রতিজ্ঞা করিতে হয় তাহা নহে। প্রথমতঃ নিজের সাংসারিক কর্ম্মে নিজের পরিবার বর্গের সহিত প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে (হাট বাজার, ধর্ম্মানুষ্ঠান) নিজের ভৃত্যদের সহিত, পাওনাদার, দেনাদার, বন্ধু বান্ধব প্রত্যেকের সহিত পুনঃ পুনঃ করিয়া সত্য বা প্রতিজ্ঞাদি গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে সত্যের সাধনা এরূপ গাঢ় হইয়া আসিবে যে, তখন জগৎ আনন্দ ময়, জীবন ও সংসার সুখের বা নিত্য সুখময় বলিয়া বোধ হইবে, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই শান্তিপ্রদ হইবে।

সত্য ও প্রতিজ্ঞা পালন জীবনে দুই একবার করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। যতক্ষণ ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য পালন করিবে। কখন গ্রহীত সত্য, প্রতিজ্ঞা, দীক্ষা, ব্রত বা মন্ত্রের প্রতিকুল আচরণ কিম্বা বাক্যাদির দ্বারা কাহারও নিকট উক্ত সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিমান বা দম্ভ প্রকাশ করা অনুচিত ও প্রকাশিত হইলে ফলোদায়ক সম্ভব পর নহে। সত্য প্রতিজ্ঞা, দীক্ষা, মন্ত্র ব্রতের অনুকুল আচরণ করিলে ও করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও মঙ্গল। প্রতিকুল আচরণ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

সত্য পালনের পুর্ব্বে বিবেচনা না করিলে যে নিজের অশান্তি হয় তাহা নিজের সম্বন্ধে একদৃষ্টান্ত লজ্জার মাথা খাইয়া নিম্নে দিতেছি। ইহাও একটি আত্মপাপের অনুতাপ অর্থাৎ শাস্তি। আমি যখন পাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে একটীর বেশ্যার মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তাহার কন্যার(ঐ—বেশ্যার) তত্বাবধানের ভার আমাকে ত্রিসত্য করাইয়াছিল। যখন আমি ত্রিসত্য করিয়াছিলাম তখন আমার বিবেচনা শক্তি কোথায় চলিয়াগিয়াছিল। আমি প্রথমে ঐ বেশ্যার গৃহে বড় বেশী যাওয়া আসা করিতাম না। কিন্তু সেই দিন হইতে ত্রিসত্যের নিমিত্ত আমার মন এত চঞ্চল হইত যে, সর্ব্বদা তাহার খোঁজ খবর লইতে ইচ্ছা হইত। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। সেও আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আমিও তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে বেশ্যাশক্ত হইলে যে যে কুকর্ম্ম করিতে হয় তাহা এই হতভাগার দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। তাহার যাহা ফল হয় তাহা ভুগিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে হঠাৎ একদিন (যেদিন মন সুস্থির ছিল) এই হতভাগ্যের মনে হইল কেন আমি ঘরে বাহিরে, বন্ধু বান্ধবের নিকট, জন সমাজে

কোথাও শান্তি পাইতেছি না। এই কুকার্য্য হইতে বিরত হইলেই ত আপোদের শান্তি হয়। কিন্তু সত্য আমার মস্তিষ্কে এত জোরে আঘাত করিতে লাগিল যে, আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। তখনই যেন কোন একটা শক্তি এই হতভাগাকে কহিল আচ্ছা, তুই এই কাজ কর, তুই মনে মনে এই সত্য কর যে, যেদিন ঐ বেশ্যা তোকে না চাহিবে সেই দিন তাহাকে পরিত্যাগ করিস্। আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাচ্‌লাম, আর মনে মনে ঐ সত্য করিয়া সে দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অপেক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় ১৮ বৎসর কাটিয়া গেল, তবু সেই দিন আর আসে না। ভগবানের অনুগ্রহে আমার চাকরি দিল্লিতে বদলি হইয়া গেল। সেখানে ১৪ বৎসর চাকরী করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল ঘুচিয়াছে। আমি সেইখানে যাইয়া উহাকে তথায় আসিবার জন্য লিখিলা, সে উত্তর দিল আমি এখন যাইব না আমিও উত্তরে লিখিলাম বাস খতম এই পর্য্যন্ত। আমি ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। আর ভাবিলাম ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। এ কাঙ্গাল ঐ ১।৮ বৎসরে অনেক জ্ঞান, যথা—বেশ্যার ভালবাসা,

বন্ধুর বন্ধুত্ব, মদের পরিণাম, অর্থের মহিমা, আকাঙ্খার দৌড়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের প্রাদুর্ভাব, সে কি তাহা ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিল। লোকে এইরূপ বিবেচনা করে মন্দস্থানে কোন শিক্ষা হয় না। সে কথায় আমার প্রত্যয় হয় না; কারণ সুসঙ্গে থাকিয়াও শিক্ষা লাভ করে না কেন? সমস্তই আত্মার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এক রাজা তাহার ছেলেকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী কুটনীর হাতে দিয়াছিল। যদি শিখিবার ইচ্ছা থাকে ও মনের জোর থাকে তাহা হইলে যে কোন স্থানে হউক ভালটী দেখিলেই শিক্ষা করিবে। মোট কথা কুকর্ম্মের ফল পাপীর নিকট ও সুকর্ম্মের ফল পুণ্যবানের নিকট শিক্ষা লাভ হয়। সু বিম্বা কু উভয় কর্ম্মের ফলাফল জানা আবশ্যক, তানা হ'লে শীঘ্র হিতাহিত জ্ঞান জন্মে না। ভগবানের দয়ার মহিমায় কি না হয়? এই সময় হইতে আমার বিলাসিতার বীজে কীট আশ্রয় করিল। আজ ১৬ বৎসর হইল সে বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে যে মধ্যে মধ্যে যাহা দেখাইতাম তাহা বাস্তবিক আন্তরিক ছিল না কেবল লৌকিকতা ও সামাজিকতার ভয়ে। এখন অন্তরে আর কোন ভয় নাই। ঐ সঙ্গে বাসনার বীজেও পোকা ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয়

নাই। কবে যে ভগবানের দয়ায় বাসনার বীজ নষ্ট হইবে তাহা জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, একজন আর একজনের নিকট সাহায্য, ঋণ, কিম্বা পাওনা টাকা চাহিলে বলে, কাল সকালে এস. আজ ব্যস্ত আছি, এখুনি নেয়ে খেয়ে বেরুতে হবে। কিন্তু বাবু বেরুবেন এ দরজা ও দরজা ঝাঁট দিয়া সেই বেলা বারটা একটা ; তার পরদিন দেখা করিলে বলে, "কাল এস" এই ডাক্তার খানায় ঔষধ আনতে যাচ্ছি। এই রকমে লোকগুলোকে ৫।৭ দিন হাঁটাইয়া হয় কাহাকে নিরাশ করিলে, কাহাকে কিছু দিলে, কাহাকে মাস্ কাবারের ওজর দেখালে। কিন্তু নিজের কিম্বা পরিবারের যদি সেই সময় কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কর্জ্জ করিয়া গিন্নির হুকুম তামিল পূর্ব্বক কার্য্য সমাধা হয়। ইহাতে কি সত্য ভঙ্গ হয় না। এই সত্য ভঙ্গের ফলে বাস্তবিক মকর্দ্দমা লেগে যায়, নিজের পাওনা টাকার দরুণ হাঁটাহাঁটি করিতে হয়, ভগবানের চক্রে ডাক্তারখরচ ইত্যাদিতে নিজের সর্ব্বদা অভাব ও হাহাকার পড়ে, সদাই নাই নাই শব্দ এইরূপে মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা চিন্তা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

নানা ব্যাধি উৎপন্ন করে। উন্নতির সময় লোকের মতি গতি ভাল থাকে, কিন্তু অবনতির সময় ঐরূপ প্রত্যক্ষফল দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে সত্যের লঙ্ঘন করিতে করিতে অভাব উৎপন্ন করে। তাহা হইতে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, বিপদ ইত্যাদি নানারূপ পাপ নিজের শরীরে প্রবেশ করে, পরে ক্রমে ক্রমে পরিবার বর্গের সকলের শরীরে প্রবেশ করে। কালের মাহাত্ম্যে শান্তিময় সংসার অতি বিরল। অধিকাংশ সংসারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ হয় ও সংসারের উপর ঘৃণাও আসে।

ভূপালি—একতালা।

কে বলে সংসার সুখের আকর, দুঃখঃ যথা দেখ করিছে বিহার।
নর নারী জীব রাজা আর ভিখারি, শিরে ধরি যাহা করিছে বহন॥
প্রতি গৃহে দেখ হিংসা দ্বেষ লোভ, অন্তরালে নিন্দা আর মনের ক্ষোভ,
তার উপর জাঁক একি বিষম রোগ, যাতে হতে লক্ষ্মী করে পলায়ন॥
প্রতিগৃহে দেখ বাদন কোন্দল, স্বার্থের লাগি দিচ্ছে কত বোল,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা দিতেছে পড়ন, স্বকার্য্য সবে করিতে সাধন॥
প্রতি গৃহে অর্থে হয়ে বলীয়ান, দুর্ব্বলের হানি করিতেছে মান,
হোক্ না যে সে পরকি আপন, নিজে করিতে নিজেরই পতন॥
প্রতি গৃহে হ'য়েছে একতার শেষ, নাহিক কোথাও সরলতার লেশ,
পাইছে কষ্ট সকলেই অশেষ, বিধাতারে দোষ করিছে অর্পণ॥

দেখেশুনে এই সংসার গঠন, হরি তব পদে করি নিবেদন,
ত্বরা করি কর দাসেরে মোচন, হইতে এই সংসার বন্ধন।

(কাঙ্গাল দাস)

সহ্য ও তাহার সাধনা—সহ্য যে কি তাহা কি করিয়া লিখিব জানি না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, রজঃ এবং তম গুণ সংঘটিত দোষ গুলির দমন নাম সহ্য। সহ্য ও ধৈর্য্য গুণ না থাকিলে কোন রিপু দমন করা যায় না। যখন লোভ হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তখন লোভের দমনের নাম সহ্য। যেমন সূত্রধর বাটালি হাতুড়ি ভিন্ন (পরে অন্য অন্য যন্ত্র) কোন কাজ করিতে পারে না, যেমন কাগজ কলম বা শ্লেট পেন্সিল না থাকিলে গণিত ~~শব্দের~~ সংখ্যার যোগ বিয়োগ করিতে পারা যায় না, তেমন মানুষের সত্য ও সহ্য গুণ না থাকিলে সে তাহার নিজের শরীরের মধ্যে গুণ দোষের যোগ বিয়োগ করিতে পারে না। যদি সহ্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে মাতা গর্ভধারিণী ও মাতা ধরিত্রীর নিকট শিক্ষা করা উচিত। উহাদিগের ন্যায় সহ্য গুণ জগতে আর কাহার আছে? যে মারে তাহার অপেক্ষা

যে মার খায় তাহার ক্ষমতা অধিক। আসল না হইলে সহ্য করিতে পারে না; যেমন খাদ মিশ্রিত সোনা হুচার আঘাতে ফাটিয়া যায়। আর যদি আসল সোনা হয় তাহা হইলে যতই ঘা মার, কিছুতেই ফাটিবে না বরং বিস্তৃত হইয়া যাইবে। সেইরূপ অভ্যাসে যখন শরীরে আসল সহ্য গুণ উৎপন্ন হইবে, তখন সংসারে যতই ঝড় ঝাপ্‌টা, বিপদ আপদ হউক না, কিছুতেই সেই শরীরের অন্তর্গত মন বিচলিত হইবে না। অম্লান বদনে সে সমস্তই সহ্য করিবে। ভগবান যদি সহ্য গুণের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে জীব মাত্রেই শোক ও দুঃখে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইত। আর কেহ কাহারও মার খাইয়া বাঁচিত না। তবে কাহারও শরীরে অল্পমাত্রা কাহারও শরীরে অধিক মাত্রা। যাহার শরীরে অধিক মাত্রা আছে প্রায় তিনি ধর্ম্মপথের পথিক হইবার চেষ্টা করেন, কিম্বা একেবারে হইয়া পড়ে। মন নিজের, মনের অগোচর পাপ নাই। লোকে বল্‌লেই হয় না যে এ ভাল এ মন্দ। মন নিজে সব জানে সব বুঝতে পারে। তবে বাহ্যিক কোন কোন ক্ষেত্রে জেদ বজায় কিম্বা অন্যকারণে মনের বীপরিত ভাব দর্শন করা যায়। যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, যে নিজের মন খাঁটি কি না অপরে কিছুই বলিতে

পারিবে না। তখন তাঁহার দেখা উচিত যে কোন ক্ষেত্রে কোন সময়ে তিনি নিজে সত্যের ও সত্ত্বের ব্যাতিক্রম করিয়াছেন কি না? যদি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিজে বুঝিবেন তাহার মন খাঁটি কি মাটি। সত্ত্বের সুখময় ফল ও ভগবানের করুণা সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা বিবৃত করিতেছি। পাঠক মহাশয় ভাবিতেছেন কেবলই কাঙ্গাল তাহার নিজেরই গুমোর করিতেছে। রক্ত মাংস শরীরে যাহা পারে না কাঙ্গাল তাহাই করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিতে সাহস করিল। এই ঘটনা হইতেই আমি পাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সত্যের ও সত্ত্বের সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আমার বড় মেয়ে একটু এক-গুঁয়ে, একটু কেন? বিলক্ষণই ছিল। আপনারা ভাবিতে পারেন যেমন বাপ-মা তেম্নি তার মেয়ে। যদি ঐরূপ ভাবেন তাহা হইলে আপনারা ঠিক অনুমান করিয়াছেন। আমি যৌবন কালে একটু বিলক্ষণ একগুঁয়ে ছিলাম মুখে যা বলিতাম কার্য্যে তাহা পরিণত না করিয়া ছাড়িতাম না। বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ আমার কন্যার স্বামী তাহাকে মারিয়াছিল। "বোধ হয়" কথাটি কেন লিখিলাম

তাঁর মেয়ের গুণ জানিতাম বলিয়া, মারের কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। মার খাইয়া আমার কণ্যার ফিট হয়। তাহাতে ভয় পাইয়া বোধ হয়, আমার জামাতা কি অন্য কেহ (আমার ঠিক স্মরণ নাই) একটী চাকরাণীর দ্বারা ঐ সংবাদ কাঙ্গালের নিকট পাঠায়। তৎক্ষণাৎ পাল্কি পাঠাইয়া কণ্যাকে বাড়ীতে আনিলাম। যখন আনিলাম, তখন অচৈতন্য, তাহার চক্ষু স্থির, দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছে। সেই রকম অবস্থায় কাঙ্গালের কণ্যাটী সাত দিন ছিল। ডাক্তার ৺রামলাল বসাকের (M. B.) অনুগ্রহে ও তাঁহার শারীরিক পরিশ্রমে কাঙ্গালের কণ্যাটীর প্রাণ রক্ষা হইল। এই রকম ফিট প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাক্তার ৺নিতাই চরণ হালদার ও আর একজন ইংরাজ ডাক্তার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই রামবাবুর ট্রিটমেন্টের দোষ দেন নাই কিম্বা বদল করান নাই। রাম বাবু দিনে দুইবার নাকের ভিতর দিয়া পেটের ভিতর রবারের পাইপ চলাইয়া সুজি ও ঔষধ খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ঐ সাতদিনের মধ্যে কত লোকে (বাটীর ও বাহিরের) কত কি বলিয়া আমায় উত্তেজিত করিতে লাগিল;—কেহ বলিল পুলিসে কেশ কর, কেহ বলিল জামাইয়ের চাকরী খাইয়া দাও (কারণ

সে গভর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণী) কেহ বলিল কি পাষণ্ড জামাতা ভীত হইয়া তাহার ভগিনীপতির মারফৎ একখানি গহনা পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, এই খানি বন্দক দিয়া ডাক্তার দেখান। আমি কহিলাম যে, আমার মেয়ের অদৃষ্টে যদি স্বামীর হাতে মৃত্যু থাকে তাহাই ঘটিবে। আমি গহণা বন্দক দিব না। ডাক্তার খরচ কাহাকেও দিতে হইবে না। সকলে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই সময়ে মেয়ের গর্ভধারিণী, মেয়ের মামারা, জেঠারা প্রভৃতি সকলে নালিশ করিবার জন্য ব্যস্ত। সেই সময়ে পাড়ার একজন ভদ্রলোকে আমার সামনে জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া অনেক গালাগালি দিতে লাগিল এবং নালিশ করাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল ; জামাতা তখন আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আমি শুদ্ধ বলিলাম যে একহাতে তালি বাজে না, আমার মেয়ের নিশ্চয় দোষ আছে আর সে একগুঁয়ে। সেই সময়ে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম, "যদি নালিশ করি ও জামাতার চাকরী যায় তাহাতে আমার কি লভ্য" এই চিন্তাটি কে যেন আমার মস্তিষ্কে জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিল। আমার ঐ চিন্তাতে মনটা অনেক স্থির

…া আসিল। সাতদিনের পর যখন কণ্যার জ্ঞান …ল, আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি …। আমি তখন বলিলাম পাষণ্ড না হইলে এইরূপ …র্য্য করা যায় কি? আর ভগবানের এই দাসের প্রতি …রুণা দেখিয়া তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়াছিলাম, …দি এ দাস সহ্য না করিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া একটা প্রতিশোধ লইত, তাহা হইলে একটি অবলার ভবিষ্যৎ …বন একেবারে নষ্ট হইত। খুলিয়া লিখিতে গেলে অনেক বাড়িয়া যায় বলিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ যদি এই হতভাগ্যের ন্যায় অবস্থায় পড়িতেন তাহা হইলে কি করিতেন, বলিতে পারিনা এই ঘটনাটী …াল করিয়া চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন, সহ্য করিলে ভগবান দয়া করেন কি না? যদি ভগবদ্ প্রেম চাও তো সহ্যের সাধনা করিতে করিতে মাটি হইয়া যাও, সকলে মাড়িয়া চলিয়া গেলেও দুই ঠোঁট এক করিয়া …কিবে। কাঙ্গাল আর সহ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিতেছে না, ভগবানের দয়ার কথা লিখিতে গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সত্য ও সহ্য ভালরূপ সাধন করিলে অন্য অন্য সদ্‌গুণ, যদ্বারা মনের নির্ম্মলতা ও তেজ বাড়ে, সেই সকল আপনি শরীরের মধ্যে উত্তেজিত হয়। যেমন

"কান টানিলে মাথা আসে।" কেহ বড়লোক হইলে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব এবং দূর সম্পর্কীয় সকলে বড়লোকের দোহাই দিয়া যেমন নিজেকে বড় মনে করে, সেইরূপ অন্যান্য সদ্‌গুণ, সত্যের ও সত্ত্বের সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া বড় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। এই কাঙ্গাল দাসের ন্যায় যে সকল লোক আছেন, তাহারা এইটা হৃদয়ে ভালরূপে গাঁথিয়া রাখিবেন যে, সত্য ও সত্ত্ব ভিন্ন, রিপু দমন কিম্বা অন্যান্য সদ্‌গুণ, কিছুতেই হৃদয়ে আসিতে পারে না। এই দাস সত্য ও সত্ত্বের সম্বন্ধে আর কিছুই বুঝে নাই। এই বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করাইয়া দিবেন। এইবার কাঙ্গাল দাসের মায়ের একখানি গান লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে আর বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

নয় আমি তেমন অবোধ ছেলে।
দুঃখ দিচ্ছিস্ বলে কি মা, নামটী তোমার যাব ভুলে॥
(দুর্গানামটী যাব ভুলে)
পারো আমি দুঃখ যত, মা মা বলে কাঁদবো তত।
দুঃখের পর সুখের চাকা, নামের জোরে আপনি চলে॥

বৃথা সুখের প্রার্থী যারা, হৃদয় তাদের গর্ব্বে ভরা।
পতন যখন হয় মা তাদের, তারাই ভাসে নয়ন জলে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলি, দুটী কথা শোন্ মা কালি,
(কাঙ্গালের কথা শোন্ মা কালী)
সুখে দিয়েছি জলাঞ্জলি (ওই) চরণ তোমার পাব বলে।

একাদশ দমন না হইলে শমতা আসে না। সর্ব্বক্ষেত্রে বিষম হইয়া উঠে। একাদশ অর্থাৎ দশেন্দ্রিয়, ও মন কিম্বা ছয় রিপু আর পাঁচটী অনুচর, যাহা দোষ ও গুণের তালিকায় দেখান হইয়াছে। ঐ একাদশ কিরূপে দমন করিতে হয়, তাহা কেহ আমায় শিক্ষা দেয় নাই। কারণ প্রথমে আমার প্রবৃত্তি অন্যরূপ ছিল, মন নির্ম্মল হয় নাই; বিশেষতঃ এতাবৎকাল আমার শিক্ষাগুরুর চেষ্টা হয় নাই কিম্বা দুর্ভাগ্য বশতঃ পাই নাই। সংসার খেলায় শিক্ষা করিয়া আমার বুদ্ধিতে যাহা কুলাইতেছে, তাহাই পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। যদি কোন মহাত্মা, কিম্বা ভক্ত, কিম্বা জ্ঞানী লোকের চরণে এই কাঙ্গালের ধন অর্থাৎ পাগলামীটী গিয়া পড়ে, তাহা হইলে যেন তাঁহারা কাঙ্গালের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া যে প্রকারে হউক কাঙ্গালের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক তাহার মোক্ষ পথের পথটী পরিষ্কার করিয়া দেন। কাঙ্গালের

জগতে কেহ নাই, কেবল হরিপদ ও তারাপদ ভরসা। থাকবার মধ্যে কাঙ্গালের দুই হাত দুই পা (তাতে বেড়ী দেওয়া), ভগবান চক্ষুরত্ন দিয়াছিলেন, ভাগ্য দোষে তাহার দৃষ্টি কাড়িয়া লইয়াছেন। আমার দ্বারা জগতের কোন কার্য্য সম্পাদন হওয়া এখন অসম্ভব। তবে সাধলেই সিদ্ধি এই বিশ্বাস আছে। যত্ন ও চেষ্টায় কি না হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ভগবানের দয়া থাকা চাই। কেহ গুমোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, ভগবানের দয়া ভিন্ন আমি এই কার্য্যটা সাধন করিব। "আমি" ঢুকলেই বিপদ। অতএব কেহ যেন "আমি এবং আমার" বলিয়া অহঙ্কার না করেন। ঐরূপ অহঙ্কার হইলেই সঙ্গে সঙ্গে পতন। কথায় কথায় গৌরচন্দ্রিকা অনেকটা বাড়িয়া গেল। এইবারে কাঙ্গালের বিদ্যার পরিচয় নিন্। প্রথমেই যখন বিদ্যার দৌড় পাঠকদিগের নিকট জানাইয়া রাখিয়াছি তখন আর ভয় কি? এইবার ঘোমটা খুলি। বিদ্যা কম বলিয়া ঘোমটাটা একটু কম খুলিব। দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

ছেলে মানুষ অর্থাৎ আয়ু ক্ষীণ, সঙ্গে সঙ্গে তনুও ক্ষীণ, সেই জন্য লজ্জা বেশী হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একাদশ রিপু ও তাহাদিগের দমন।

এই কাঙ্গালের ধারণা যে লোভ হইতে কাম,
কাম হইতে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে মোহ।
এই তিনটী সহজেই উত্তেজিত হয়।

তৎপরে অন্যান্য রিপুগণ যে যাহার ক্ষমতা প্রকাশ করে। বক্রি মোহ মদ এবং মাৎসর্য্য। ইহার মধ্যে মোহ প্রধান, এবং তাহা হইতে মদ ও মাংসর্য্যের উৎপত্তি হয়। মানব মাত্রেই এই মোহতে আচ্ছন্ন হইয়া অহঙ্কারের বশে "আমিও আমার" এই দুই শব্দ সর্ব্বদা মুখ হইতে বাহির করে।

কাম ও ক্রোধ জনিত দোষ।

	কাম		ক্রোধ।
১	দিবা নিদ্রা।	১	পরের মন্দ চর্চ্চা।
২	তাশ পাশা খেলা।	২	পরশ্রীকাতর।
৩	মৃগয়া।	৩	পরের ছিদ্র অন্বেষণ।
৪	পরচর্চ্চা।	৪	খলতা।
৫	সুরাপান।	৫	হটকারিতা।
৬	নৃত্য।	৬	ঔদ্ধত্য।
৭	গীত।	৭	ন্যায্য প্রাপ্তির বঞ্চনা।
৮	বাদ্য।	৮	গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ।
৯	মাদকতা সেবন।	৯	কটু ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ।
১০	বৃথা ভ্রমণ।		

এখন দেখা যাক লোভ কি এবং কিসে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ দেখতে গেলে ভোগ্য বিষয়গুলি হইতেই লোভের উৎপত্তি। ভোগ্য বিষয়গুলি যথা খাওয়া, পরা, শোয়া, বেড়ান, ঘুমান, আমোদ, আহ্লাদ, ইত্যাদি। এই সকল কে ভোগ করে? শরীর এবং এবং শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল। ইন্দ্রিয় সকল, যথা চক্ষু কর্ণ নাসিকা

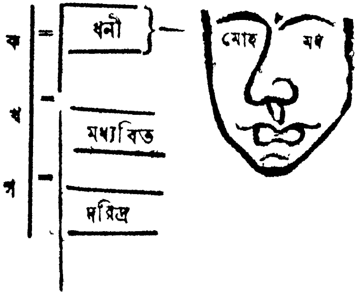
জিহ্বা ও ত্বক্। এই সকল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ ভোগ্য বস্তু যশ, মান ও ধন এবং এই বিষয় গুলিতেই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ লোভের উৎপত্তি হয়। লোভটা আর কিছুই নহে, কেবল অজ্ঞান প্রসূত ভোগেচ্ছা। যেমন জ্বরগ্রস্ত রুগীর জ্বরভোগ। কখনও পাঁচ ঘণ্টা, কখন আটঘণ্টা, কখন বার ঘণ্টা, কখন একদিন, কখন দুইদিন, কখন বাইশদিন, কখন সাতচল্লিশদিন ইত্যাদি। সেইরূপ ভোগের স্থিরত্ব নাই। ভোগ্য বিষয় গুলি ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত ও অনিত্য এবং ইহাদিগের পরিণতি দুঃখজনক। কারণ মানুষে একটা বিষয় ভোগ করিয়া চিরকাল তৃপ্ত হয় না। যেমন চঞ্চলা, চপলা, শিশির বিন্দু, শরৎকালের মেঘ, জলবুদবুদ, মায়া, স্বপ্ন সেইরূপ ভোগ্যবিষয় গুলি। এই মর্ত্তভূমিতে "মানুষের অভাব অতি অল্প এবং সেই অভাব অনেক দিনের জন্য নহে" এই ধ্রুব বিশ্বাসটী যদি মানব মাত্রেই সর্ব্বদা মনে রাখে এবং সর্ব্বদা এচাই, তাচাই এইরূপ চাই চাই না করে, আর যদি অল্পতেই তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, সহজে মানুষের মনে লোভের উদয় হয় না। মানুষের মন সর্ব্বদা সুখের আশায় ভোগ্য বিষয় গুলির উপর লোভ করে। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, ঐ সুখ চিরস্থায়ী হইবে। যদি একসুখ

লোকে চিরকাল ভোগ করিত, তাহা হইলে দুঃখ কথাটীর অস্তিত্ব থাকিত না। ঐ প্রকার সুখের স্থায়িত্ব নাই কেবল স্মৃতি টুকু অবশিষ্ট থাকে। লোভের প্রথমে প্রীতি শেষে অনিষ্ট। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভ হইতে ক্রোধ, কাম, মোহ ও বিনাশ জন্মে; লোভ হইতে সৎ জ্ঞান রহিত হইয়া নাশের হেতু হয়; লোভে প্রজ্ঞা, হ্রী, ধর্ম্ম, শ্রী নাশ হয়; লোভে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে। যেমন দৌড়ে আসিলে তৃষ্ণা পায় এবং ঢকঢক জল পান করিলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ভোগে লোভের বৃদ্ধি হয়। খানিকটা বসিয়া জল পান করিলে যেমন তৃষ্ণা কমিয়া যায়, সেইরূপ লোভ হইলেই তাহার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ভোগেচ্ছা না করিলেই লোভের তৃষ্ণা কমিয়া আসিবে। লোভ-তৃষ্ণার ন্যায় এমন তৃষ্ণা আর নাই। ইহাতে শান্তি নষ্ট হয়। ইহা বোধ হয় মনুষ্য মাত্রেই অবগত আছেন। প্রবাদ আছে পরের পেলে লোকে কণ্ঠা পর্য্যন্ত খায়, তাহার অর্থ এই যে, যখন কেহ অন্যকে খাওয়ায়, তখন নানারূপ ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করে। নিমন্ত্রিত লোক যখন খেতে বসে, তখন তাহার মনে থাকে না যে পেট তাহার নিজের কি অন্যের; প্রথমে ক্ষুধার চোটে, পরে ভাল দ্রব্যের উপর

লোভে, পরে খাতিরে ভাল দ্রব্যের লোভে পড়িয়া অধিক খাইয়া ফেলে। যদি তাহার হজম শক্তি না থাকে তাহা হইলে সে, যে কষ্ট ভোগ করে তাহার নাম অশান্তি, শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে বিনাশ অর্থাৎ প্রাণনাশ হয়।

লোভপূর্ণ অভ্যাসে, লোভের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যদি রোজ নূতন নূতন ভাল ভাল জিনিষ খাওয়া যায় তাহা হইলে আর শাক ভাত ভাল লাগিবে না ও খাইতে কষ্ট হইবে। লোভের পরিমাণ যত বাড়িবে ততই অভাব বোধ হইবে, এবং অভাব বৃদ্ধি হইলে অশান্তি আসিবে। সেই জন্য লোভশূণ্য অভ্যাস ভালরূপ সাধনা করিলে বোধ হয় আজীবন কষ্ট হয় না। শরীর মহাশয় বাল্যবস্থা হইতে যাহা অভ্যাস করিবে তাহাই সহিবে ও চলিবে। কিন্তু দুঃক্ষের বিষয় এই যে, লোকে কথায় কথায় ভগবানকে দোষ দেয় এবং বলে যে ভগবান কি আমার কপালে সুখ লিখিয়াছেন ; সুখ নিতে জানলেই ভগবান সুখ দেন, আর না নিতে জানলে কিরূপে দেবেন। যাঁহারা ঐরূপ ভগবানকে দোষ দেন তাঁহাদের এই জিজ্ঞাস্য যে, ভগবানের কি আজ্ঞা আছে যে, লোভের বৃদ্ধির দ্বারা অভাব উৎপন্ন করিয়া মনের শান্তি দূর করিবে। যত অভাব কি মধ্যবিৎ

লোকের, বড়লোকের নাই গরিব লোকের নাই। ইহার কারণ কি?



ইহার প্রধান কারণ দৃষ্টির তারতম্য।

প্রথমে গ ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে ও নিম্নে চাহিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়। ঊর্দ্ধে খ অর্থাৎ মধ্যবিত্ত নিম্নে কিছুই নাই অর্থাৎ পৃথিবী কিম্বা মাটি।

গ মনে করে খ ও খেটে খায় আমিও খেটে খাই, তবে আমার অপেক্ষা খ এর কিসে সুখ বেশী।

ভগবান যা দিয়েছেন তাতেই বেশ আছি—অমনি অভাব পালাল, সঙ্গে সঙ্গে শান্তি এল।

এইবার ক এর স্থানে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ ও নিম্নে দৃষ্টি করুণ। ঊর্দ্ধে আকাশ নিম্নে মধ্যবিত্ত ;—নিম্নে অমনি বোধ হবে কি করে খেটে খায়, দশটার সময় ভাত খেয়ে কি করে দৌড়ায়

আমাকে যদি ওরকম দৌড়তে হতো, তা'হলে দুদিনে চাকরি ছেড়ে দিতুম। খ এর জায়গার বাড়ীগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, হোথা আলসে নাই, কিন্তু আমার দেখ, সামনে কতটা জায়গা, কেমন পক্কমিলের ইটের গাঁথনি, বাড়ীর দুপাশে কেমন আবার আস্তাবল, অমনি মোহ ও মদের চশমা পোড়লেন। এইবার উর্দ্ধে চাও। কি দেখছো আকাশ। ওর বেশী আর কিছু দেখবে না, বস্। নিম্নে ঘৃণা উপরে আকাশ।

তবে আর কি করবে? ক এতে থেকে ভবের খেলা খেলে চলে যাও, যেমন কর্ম্ম করবে তেমনি ফল ভোগ করিবে। অভাবও নাই শান্তি নাই; সদাই "আমার আমার চিন্তা তোমার ঐ ভবরোগের বিকার" কেবল ভবরোগই ভোগ কর।

এইবার শেষ, আর আপনাকে কষ্ট দিব না। দয়াকরে একবার "খ"এর স্থানে দাঁড়াইয়া মাথা নিচু করুন ত।

প্র। কিদেখছেন—

উ। দরিদ্র।

প্র। দেখ দিকিনি কেমন লঙ্কাটিপে নুন দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছে। তুমি খেতে পার?

উ। লঙ্কাটিপে কি ভাত খাওয়া যায়, পান্তাভাত আমরা গরুর গামলায় দি; আমাদের গরম ভাত চাই, তার উপর একটু ঘি চাই, ডাল দিয়ে দুখানা লুচি চাই, আর দুটো মিষ্টি হলেও ভাল হয়।

প্র। ঐ দিকে চেয়ে দেখ কেমন "গ"এর ছেলেরা মুড়ি খাচ্ছে। কেমন দোলাই গায়ে দিয়েছে। আচ্ছা, তোমার ছেলেপুলে আছে?

উ। আছে।

প্র। সকালে তারা কি খায়?

উ। চা কচুরি জিলাপি দুধ।

প্র। বোধ হয় তোমার ছেলেরা দোলাই গায়ে দিতে ভাল বাসে না।

উ। না।

প্র। কি চায়।

উ। জুতো, মোজা, কোট, প্যাণ্ট টুপি।

প্র। ঐ সব পরাতে কে শিখালে?

উ। আমি।

প্র। তুমি শিখলে কোথা থেকে?

উ। মল্লিকদের বাড়ীতে ছেলেদের পোষাক দেখে।

প্র। আচ্ছা! ঐ মুড়ি খেকো ছেলেটা কেমন মোটাসোটা, নধর দেখ ;—আচ্ছা, তোমার ছেলে এই রকম মোটাসোটা?

উ। না সে বড় রোগা।

প্র। যদি তোমার ছেলে ঐ রকম মোটা হয় তা' হ'লে তুমি ঐ গ এর বাড়ীতে থাক্‌তে ভালবাস।

উ। না,—আমি খেতে না পেলেও ঐ ভাবে থাক্‌তে পারবো না।

প্র। তোমার ঘাড়ে বেদনা হবে, এইবার মুখ তুলে চাও।

উ। মুখ উত্তোলন—

প্র। তুমি কটাকা মাহিনা পাও?

উ। ৩২৲ টাকা।

প্র। তবে তুমি ও রকম থাক্‌তে পারবে না?

উ। না।

প্র। তোমার ঠাকুর কি কাজ কর্‌তেন, কত মাহিনা পেতেন?

উ। পঞ্চাশ টাকা।

প্র। তবে আর তোমার ছেলে মোটা হবে কি করে, আর দুঃখ ঘুচবে কি করে? এইবার তুমি নেমে এস।

দ্বিতীয়—

ও হে তুমি ছাই খ এর স্থানে দাঁড়াবে?

উ। দাঁড়াবো।

প্র। তবে দাঁড়াও। যা জিজ্ঞাসা করবো ঠিক বলো।

দণ্ডায় মান,—

প্র। তুমি কি কর?

উ। স্কুল মাষ্টার।

প্র। কি পাস্—

উ। বি এ,

বেশ বেশ—এইবার গ এর দিকে চাও

নিম্নে দৃষ্টি—

প্র। কি দেখছো?

উ। কতকগুলো ছেলে ও আর কতকগুলি স্ত্রীলোক।

প্র। ছেলেরা কেমন ও কি কোরছে?

উ। বেশ মোটা সোটা;—কেউ কেউ খেলা করছে, কেউ কেউ মুড়ি খাচ্ছে কেউ কেউ ভাত খাচ্ছে।

প্র। স্ত্রীলোক গুলি কি কর্‌ছে?

উ। যে যাহার কাজ কর্‌ছে।

প্র। তোমার ছেলে কটা?

উ। চার্ পাঁচটী।

প্র। ঐ ছেলে গুলোর-মতন কেউ কি মোটা-সোটা আছে। বোধ হয় মধ্যে মধ্যে অসুখ হয়।

উ। হাঁ, মাসে মাসে অসুখ হয়; সেই জন্য মোটা হতে পারে না।

প্র। তাহারা কি তোমার কাছে থাকে, না, অন্য কোথাও থাকে?

উ। আমার শশুর বাটী।

প্র। কাছে রাখনা কেন? বোধ হয় তোমার আয়ের উপর চলেনা।

উ। হ্যাঁ।

প্র। আচ্ছা তোমার শ্বশুররা বোধ হয় বড় লোক। তাঁহাদের বাড়ীতে বোধ হয় খুব ভাল ভাল খাবার ও ঘি দুধের বন্দোবস্ত আছে?

উ। হাঁ।

প্র। তুমি এখন কি খাও। বোধ হয় দুবেলা ভাত খাও?

উ। হাঁ।

প্র। তোমার বরাবর ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস।

উ। হাঁ।

প্র। আচ্ছা তোমার ছেলেরা মিষ্টি না খেতে পেলে রাগ হয়?

উ। ছেলে ভাল না খেতে পেলে কার না মনে রাগ হয়।

প্র। আচ্ছা তোমার ছেলেরা যদি ঐ মুড়ি খেকো, ভাত খেকো ছেলেদের মত মোটা হয়, তাহা হইলে তুমি ছেলেপুলে লইয়া "গ"এর স্থানে যেতে চাও।

উ। না ঐ ভাবে থাকলে অসুখ করবে।

প্র। এখন বুঝি অসুখ করে না।

উ। চুপ ;—

প্র। আচ্ছা, অসুখ কিসে হয় বোলতে পার? লেখাপড়া শিখেছ বুদ্ধি আছে।

উ। না।

প্র। একটী গরিবের ৮ মাসের ছেলে ও একটী বড় লোকের ১ বৎসরের ছেলেকে যদি পশ্চিমের

দারুণ শীতে মাঠের মাঝখানে খালিগায়ে রাখা যায়, তাহা হইলে কোন্ ছেলেটী অধিকক্ষণ ঠাণ্ডার সহিত লড়াই করবে।

উ। গরীবের ছেলেটী।

প্র। কেন?

উ। ঐ ছেলেটির বাপ দারুণ শীতে মাঠের মাঝখানে খালিগায়ে কাজ করে ও ছেলেবেলাথেকে ঐ ছেলের গায়ে আচ্ছাদন থাকে না।

প্র। ঐ উত্তরটী লেখাপড়া শেখার মতন হয়েছে। আর ছেলের আগে "আমার" এই শব্দটী যোগ করিলেই বুঝি বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ হইয়া যায়;—ধিক তোমার বিএ পাস দেওয়া! এ আর বুঝলে না—তোমার আজীবন ভাত খেকো নাড়ী—আর তোমার সেই বীর্য্য দ্বারা তোমার ছেলেদের শরীর গঠন হইয়াছে, তাহারা কি প্রকারে ছেলেবেলা থেকেই ঘি, দুধ, মিষ্টি প্রভৃতি গুরুপাকের দ্রব্য, অতিরিক্ত ভোজন সহ্য করিবে। একটু বয়েস হ'তে দাও, ইন্দ্রিয় ও নাড়ীর জোর হোক, তবে ত ওসব জিনিষ

হজম কোরবে। কেমন এইবার কিছু বুঝলে

উ। হাঁ অনেকটা বুঝেছি।

প্র। তবে "গ"এর স্থানের লোকের ন্যায় থাকিতে ইচ্ছা কর?

উ। না যেমন চল্‌ছে চলুক। "খ" হইতে অবতরণ

মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে অনেকে এণ্ট্রেন্স, এলে, বিএ পাস দিয়া কেহ কেরাণীগিরি, কেহ স্কুল মাষ্টারি করিতেছে এবং তাহাদেরই অবস্থা শোচনীয়। বোধ হয় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই কেরাণীগিরি কিম্বা স্কুল মাষ্টারি করিতেন। পূর্ব্বে ২৫ টাকার বেতনে দোল দুর্গোৎসব করিয়া মনের সুখে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেকার লোকেরা নিশ্চয়ই, যে যাহার অবস্থায় তুষ্ট থাকিতেন। যেখানে তুষ্টতা সেই খানে শান্তি, সেইখানেই অভাব নাই। যেমন পূর্ব্বে জিনিষ-পত্র সস্তা ছিল এখন তেম্নি টাকা সস্তা। সস্তার তিন অবস্থা। টাকা সস্তা হলে কি হবে;—লোভ, কাম, ক্রোধ যেন হাঁ করে আছে। যেখানে টাকা দেখিতেছে, যেন দৌড়ে গিয়ে হাঁ ক'রে গিলে ফেল্‌ছে। আর প্রতি ঘরে অভাবরূপ পেয়াদা মোতায়ান রেখেছে। যার লোভ নাই তাহার অভাবরূপ পেয়াদার ভয় নাই।

লোভশূন্য একব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া বসিল—ও কাঙ্গাল ঐ দুজনকে "ক" ও "খ"এর স্থানে দাড়করাইয়া কি দেখাচ্ছিলে আমি দেখ্‌বো—মহাশয়, তবে আমি "খ"এর স্থানে দাঁড়াই।

পাঠক মহাশয় কিছু মনে কর্‌বেন না—এ লোকটার আবদারটা রাখি।

প্র। তুমি কে?

উ। আমি সওদাগর আফিসে জেটিতে কাজ করি।

প্র। কত মাহিনা পাও?

উ। কুড়ি টাকা।

প্র। তোমার সংসারে কে—কে?

উ। নিজে, স্ত্রী, একছেলে ও একমেয়ে।

প্র। ঐ কটা টাকায় কি ক'রে চারটি পেট চলে?

উ। অতিকষ্টে। পুরাতন ছেঁড়া কাপড় কিনে আনি। স্ত্রী কেটে কুটে এক রকম সেলাই করে দেয়। তাই সব বাড়ীতে পরি;—আর একখানি নূতন কাপড় আছে সেইখানি প'রে কাজে যাই। ময়লা হলে সাবান দিয়ে দেয়। আর একটি হাত কাটা জামা আছে।

প্র। আচ্ছা, তোমার মেয়েও বোধহয় বড় হয়েছে তার বিয়ের উপায় কি করেছ ?

উ। কি ক'রব, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে।

প্র। তোমার ভগবানে বিশ্বাস আছে দেখ্‌ছি।

উ। তা একটু একটু আছে।

বেশ বেশ বেশ—

প্র। আচ্ছা, তোমার ভাল খেতে ভাল পরতে ইচ্ছা হয়?

উ। ইচ্ছা করেই বা, কি করছি। পয়সা কোথা ?

প্র। আচ্ছা, এইবার তুমি "গ"এর স্থানে নীচের দিকে চাও (নিম্নে দর্শন)

প্র। কি দেখছো ?

উ। নিস্তব্ধ ;—

প্র। কি দেখছো ?

উ। নিস্তব্ধ ;—

প্র। কি দেখ্‌ছো ? ঘুমালে নাকি ? চোখ বুঁজে রয়েছো যে ?

উ। —নিস্তব্ধ

প্র। তোমার চোখে জল এল কেন,—কি দেখছো ?

উ। কতকগুলি ছেলেমেয়ে ও পুরুষ ;—সকলে মিলে খেতে বোসেছে আর একটি স্ত্রীলোক সিদ্ধ শাক

ও ভাত তাহাদের খেতে দিচ্ছে। সকলের পরিধানে আধখানা কাপড়। তারা খুব মনের আনন্দে খাচ্ছে।

প্র। এইবার মুখ তোল?

উ। না—তুলতে পারবো না আমি যেন কি পাচ্ছি।

প্র। কি পেয়েছ? দেখাও দিকি? (মুখ তুলিয়া)

উ। যা পেয়েছি কি করে দেখাব। সেত দেখাবার জিনিষ নয়;—সে যে হৃদয়ে আছে। সে ধন কেউ চুরি ক'রতে পারে না;—সে ধনের কেউ হিংসা ক'রতে পারে না;—সে ধনের কোন ওয়ারিশন নাই—সে ধন মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকে—সে ধন ছড়ান আছে কেউ নিতে জানেনা—

প্র। পাগল হল নাকি। কি ধন বলনা।

উ। কি ধন—সে ধন অনলে পোড়ে না, সলিলে ডোবেনা।

প্র। —তোমার মুখটা হাঁসি হাঁসি কেন হল?

উ। আমি,—একজন এখন বড় ধনী।

প্র। একবার "ক এর দিকে চাওনা?

উ। না আর ও দিকে চাইব না চাইলে যে ধন পেয়েছি? হারিয়ে ফেলব।

প্র। কি ধন পেয়্ছো তবে বলনা

কাঙ্গালের ধর্ম।

উ। শা—জা—আ—ন্—তি—

প্র। ভালরূপে বল।

উ। শান্তি।

প্র। আর কোন বিষয়ে লোভ হয়—

উ। মাপ করবেন লোভের কথা তুলবেন না; "লোভ" হইতে লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

রামপ্রসাদী—একতালা।

সাধের আমার নাইকো বাকি।
খেলালি মা কত খেলা, শেষে দেখি সকল ফাঁকি।
(এবার) "কাল" করবে শমনজারি, খাটবে নাকো জারিজুরি,
দোহাই তোমায় দোষে খালাস, আমি মাগো এগিয়ে থাকি॥
যাহাতে যা দিয়েছিস্ মা, তাতেই আমি তুষ্ট আছি,
সদাই নিরুদ্বিগ্ন মনে, আপনাকে আপনি সুখী দেখি।
ভয়ে দৃষ্টি করিনাকো, পাছে তোমায় হারিয়ে ফেলি,
আপনার পানে আপনি চাইলে, আনন্দেতে তোমায় ডাকি।
অনিত্য জগতে পড়ে যার তরে "সাধে" তে "না" শব্দ জুড়ে,
সাধনার পথ করতে শীতল, ভাসিয়ে রাখি জল আঁখি।
কত আবদার সয়েছিস মা, আরো কিছু আছে বাকি,
খুলে দেনা চোখের ঠুলি, মনের মত শ্রীপদ দেখি॥

(কাঙ্গাল দাস)

লোভ সম্বন্ধে বলিতে আর কিছু বুদ্ধিতে যোগাই-তেছে না। যাহার লোভ হয়, সে যদি নিজেই স্থির মস্তিষ্কে ইহার উৎপত্তি ও পরিণাম ভাল করিয়া চিন্তা করেন, তাহা হইলে নিজেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। যেদিকে লোভের উৎপত্তি, সেই দিক হইতে মনকে দূরে নিক্ষেপ করিবে। মন যখন ঐহিক সুখের নিমিত্ত পার্থিব বস্তু যথা—কি খাদ্য দ্রব্য কি পরিধেয় বসন ইত্যাদির জন্য ব্যাকুল হইবে তখন তাহা আচরণ না করিলে আপনা আপনি লোভ কমিয়া আসিবে। যশ মান প্রভৃতি সম্বন্ধেও যখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কণ্ডুয়নের প্রশ্রয় দিবেনা। মোট কথা যাহা হস্তগত হয়, তাহাকে হস্ত-গত করিবার চেষ্টা করিবে না; আর যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিবে। পরম পিতার আদেশমত কর্ত্তব্যপালনে যাহা যাহা আবশ্যক, তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া করিতে হইবে;—কোন বিষয়ের অধিক আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহা নিশ্চয় পাইবার আশায় যেন লোভের বেগ বৃদ্ধি নাহয় এবং লোভে উদাসীন থাকিয়া সকলকার্য্য করা উচিত। ইহাতে অন্তরে সুখ ভিন্ন দুঃখ হইবেনা। ধনী, গরীব, সাধু সন্ন্যাসীর বিষয় ভাল-রূপ পর্য্যালোচনা করিলে অভ্যাসের প্রত্যক্ষফল বোধগম্য

হয়, সেইজন্য, যাঁহারা সর্ব্বদা অভাব বোধ করিয়া মনে যাতনা পাইতেছেন তাঁহাদের নিকট কাঙ্গালদাসের এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন লোভ সম্বরণের অভ্যাস মনে মনে ত্রিসত্য করিয়া তাহা প্রাণপণে রক্ষা করেন। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যদি সত্যে বিশ্বাস (অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস) থাকে তাহা হইলে সত্যের আশ্রয় লইলে সকল রিপু দমন হইবে।

কাম ও ক্রোধ।

লোভ হইতে কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। শুক্রের অপব্যয়ে মনুষ্য এমন কি জীবমাত্রেই, হীনবীর্য্য, দুর্ব্বলমতি, চঞ্চলচিত্ত হইয়া পড়ে; এবং তৎসঙ্গে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় কামের উৎপত্তি হয়। শরীরের মধ্যে কোন একটী ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছার নামই কাম। শরীরের মধ্যে এমন একটী ইন্দ্রিয় নাই যাহা চরিতার্থ করিতে ত্রুটী হয়। যখন পশুরাও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে যাইয়া প্রাণ হারায় তখন যে মানুষ হারাইবেনা, একথা কেমন করিয়া বলিতে

যারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়সেবায় প্রাণ বিনাশ হয়। যথা,—

পশুর নাম।	প্রাণহানিকর দ্রব্য।	ইন্দ্রিয়ের নাম।
১। পতঙ্গ।	অগ্নি।	চক্ষু।
২। কুরঙ্গ।	বংশীধ্বনি।	কর্ণ।
৩। ভৃঙ্গ।	পদ্ম।	নাসিকা।
৪। মীন।	বড়সির খাদ্য।	জিহ্বা।
৫। মাতঙ্গ।	গৃহপালিত হস্তী।	ত্বক্।

অতি গরম, অতি অম্ল, অতি তিক্ত, অতি লবণ, অতি ঝাল, অতি সর্ষপাদিযুক্ত খাদ্য খাইলে অন্তরে কামের উদ্রেক হয় ও শরীরের মধ্যে রোগ শোক দুঃখ প্রবেশ করে। মন যদি কোন কার্য্যে নিযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে কামের উদ্রেক হয়। সেইজন্য মনকে সর্ব্বদা যে প্রকারে হউক কোননা কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে হয়। স্ত্রীলোকদেখিয়া কামের উদ্রেক হইলে মাতৃচিন্তা করিলে-আর কামকেভয় থাকেনা। সেইনিমিত্ত পরমহংসদেব স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র মাতৃচিন্তা করিতেন। যেমন বিষে বিষক্ষয় ;—সেইরূপ কামের উদয় হইলে সেই কামকে আর এক কামের দ্বারা দমন করিতে হয়। কাম প্রথমে মনে

জাগরূক হয়, সেজন্য মনকে ফিরাইতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারা যায়।

মন পবিত্র থাকিলে সহজে কামের উদয় হয় না। ভগবৎ নামকীর্ত্তনাদি রস উপভোগ করিলে কাম দমন হয় কামেতে ব্রহ্মাণ্ড চলে, বিষয়ে আসক্তি হয়, প্রেমকে দূরে রাখে, সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, সংসারে সুখের খেলা খেলায় আর কামিনী ভোগেচ্ছা হয়।

লোভ, কাম, অহঙ্কার ও পরদোষের আলোচনা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধরিপু অপেক্ষা শরীর অনিষ্ট কারক আর কোন রিপু নাই। ক্রোধ কিনা করিতে পারে! কথায় আছে—"নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ" এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ক্রোধের পরিণাম ভাবিয়া দেখুন। ক্রোধের উত্তেজনায় মানুষের মুখ বিরাট আকার ধারণ করে; ইহা যদি নিজের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে; তাহা হইলে ক্রোধের সময় একখানি দর্পণ নিজের মুখের সামনে ধরলে ঐ আকার বেশ দেখিতে পাইবেন এবং তাহাতে বোধ হয় ক্রোধ থামিয়া যাইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন লোকে খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে অথচ তাহার শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়, মাথা ঘোরে এবং ডাক্তারের ঔষধ সেবন করে, অথচ ঔষধ কোন কাজে-

কারক হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বোধ হয় কোন গুপ্ত ঘটনায় ক্রোধ উৎপন্ন হয়, এবং সেই ক্রোধ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। ক্রোধ হইলে প্রতিশোধ লইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে মনকে চিন্তান্বিত করিয়া ফেলে। চিন্তাই শরীরের অনিষ্ট কারক; চিন্তা দ্বারা পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়। তখন ডাক্তারে ঔষধ দিয়া কি করিবে; ডাক্তারে কোন উপায় না দেখিয়া শেষে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা দেখিতে গেলে জলবায়ু পরিবর্ত্তন নহে; মনবায়ু পরিবর্ত্তন। সেইজন্যে সর্ব্বদা মনবায়ু বিশুদ্ধ রাখা উচিত। যেন কোনরূপ ক্রোধ ইত্যাদির বদ্ গন্ধের দ্বারা দূষিত না হয়। সে গন্ধ দূর করিতে ডাক্তারের বাবার ক্ষমতা নাই। রুগী যদি নিজে চেষ্টা করে তবেই সেই গন্ধ দূর হইয়া যায়।

ক্রোধকে হিংসা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যেমন চাল ভাজা ও মুড়ী। চাল হইতে দুই উৎপন্ন হয়, কেবল আকৃতি ও স্বাদের সামান্য বিভিন্নতা আছে। জলে ভিজাইয়া খাইলে প্রায় দুইটারই স্বাদ একরূপ বোধ হয়। কোন প্রাণীর প্রাণে আঘাত করিলেই যে হিংসা করা হয়

তাহা নহে; যে হিংসায় প্রতিহিংসার উদ্রেক হয়—তাহাই হিংসা, তাহাই ক্রোধ। ইহার বিপরীতকে হিংসা বলেনা। শাস্ত্রে যে পশুবধের ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল যজমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য; ইহাতে হিংসা পাপের অনুমোদন করা হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে পশুমাংস ভোজনের লালসায় যজমানেরা পশুবধজনিত হিংসা পাপে লিপ্ত হইতেছে। যেরূপ প্রাণ বধের অনুমতিদায়ক, অনুমোদক, বধকারক, ক্রেতা পাচক, পরিবেশক, ভোজনকারী সকলেই ঘাতক ও হিংস্রক, এবং সকলেই পাপের ফলভোগ করে। সেইরূপ যে ক্রোধ করে, তাহাকে যে উত্তেজিত করে, প্রতিশোধের সময় যে সাহায্য করে, (অর্থাৎ ক্রোধ করিয়া একটী লোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মিথ্যা মকর্দ্দমা জুড়িয়া দেওয়া গেল। ইহাতে ফরিয়াদী, শমন পেয়াদা, সাক্ষী, মন্ত্রণাদাতা) সকলেই (এমন কি উকিল পর্য্যন্তও) পাপের দায়ী হইতে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে অর্থের জন্য ঐ সম্বন্ধে কেহ কিছুই চিন্তা করিতে পারেনা। ক্রোধের উত্তেজনায় মৃত্যুও সম্ভব। ক্রোধ দুর্ব্বলতা পরিচারক, সেইজন্য তেজস্বী লোকের ক্রোধ খুব কম। যদিও ক্রোধ হয়,—তাহা হইলে তিনি জ্ঞান দ্বারা বশীভূত করেন। ক্রোধ স্থায়ী না হইলেই

ক্রোধ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ভৃত্যের স[redacted]যথা ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নহে। উপেক্ষাই ক্রোধের শত্রু। উপেক্ষা মান অপমানের জ্বালাতন নিবারণ করে।

মোহ, অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই জিনিষ। মোহ হইতে প্রথমে চিত্তনষ্ট হয়। মোহ আর কিছুই নহে; "আমার-আমার" কহিবার শক্তি। যেমন ফুঁ না দিলে বাঁশী বাজে না,—সেইরূপ মোহ না হইলে "আমার-আমার" শব্দ বাহির হয়না। অসার অনিত্য বিষয়ে লোভ, ধনমানে গর্ব্ব ও পরশ্রী কাতরতা, মোহ হইতে প্রথমে এই তিনটী দেখা দেয়। যেমন আলো ভিন্ন অন্ধকার যায়না, সেই রূপ জ্ঞান ভিন্ন (অজ্ঞান অর্থাৎ মোহ) যায় না। "আমার" এই শব্দের স্বরূপ (অর্থাৎ আমি কার, কোথা হতে এসেছি, কোথায় যাব) তত্ত্ব মনে ভালরূপ চিন্তা করিলে ক্রমে ক্রমে মোহ দূর হয়। সংকীর্ণতা যেখানে মোহ সেইখানে, অর্থাৎ সংকীর্ণতা যেখানে "আমার আমার" শব্দ সেইখানে উদারতা যেখানে মোহের নাশ সেইখানে। পুত্রের উপর পিতামাতার ভালবাসা মোহ সংঘটিত। ধর্ম্মমত লইয়া সংকীর্ণতা (অর্থাৎ মোহ) উপস্থিত হইলে বিবাদ উপস্থিত হয়।

বাল্য বয়সে যখন ছেলেরা লেখপড়া করে, তখন তাহাদের মনে কত প্রফুল্লতা, কত তেজ, কত উদারতা থাকে। তখন তাহারা বাটীর সর্ব্বস্থানে বসিতে, দাঁড়াতে কোন "কিন্তু" বোধ করে না, এবং সকল ঘরের পরিচ্ছন্নতা, সকল দ্রব্যের যত্ন খোঁজে। কিন্তু যেই যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিবাহ করিল, অমনি তাহার সমস্ত উদ্যম ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। শেষে এত সংকীর্ণ হইল যে সমস্ত বাড়ীটী একখান ঘরে পরিণত করিল। অর্থাৎ তখন "আমার" বলিবার শক্তি জন্মাইল। তাহার তখন আমার বউ, আমার ঘর, আমার বিছানা, আমার বালিস, আমার কাপড়, আমার দেরাজ; কেবল "আমার" "আমার" চিন্তা আরম্ভ হইল। যতদিন না বিবাহ করে ততদিন "আমার" "আমার" বলেনা ও ভাবে না। এইবার ভাবিয়া দেখুন 'মোহে' অর্থাৎ আমার আমার শব্দে সংকীর্ণতা আসে কিনা? আবার যেই ছেলে হলো—মোহ তখন মায়ারূপ ধারণ করিল। মায়াতে আরও সংকীর্ণতা আরম্ভ হইল। মন যত সংকীর্ণ হইয়া আসে তত মনের কষ্ট আরম্ভ হইতে থাকে। মায়া প্রথমে ছেলের ভিতর থেকে উঁকি মারে। সেইজন্য ছেলের কিছু হইলেই পিতামাতা ভাবিয়া আকুল হয়। ঐরূপ ভাবিয়া লোকে

যে কি করে তাহা বলা যায় না। কিন্তু মায়ার খেলাই ঐরূপ। মায়া যত শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে, তত মনের যাতনা বৃদ্ধি হয়। যাতনার নামই পাপ।

তৎপরে ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিয়া মারামারি করিলে ক্রমে দুই ছেলের ঝগড়া কোনরূপে গুরুতর হইলে শেষে আদালত ঘর পর্য্যন্তও করিতে হয়। এইবার ভাবিয়া দেখুন "মোহ কিম্বা মায়া" অর্থাৎ "আমার" শব্দ যুক্ত হওয়াতে কত রকম পাপের উৎপত্তি হইল। ক্রোধ, হিংসা, মদ সঙ্গে সঙ্গে রগড় করিতে বাহির হইল।

১। ক্রোধ ... ছেলের বাপেদের ঝগড়া ও মারামারি।

২। হিংসা ... প্রতিশোধ লইবার জন্য মকর্দ্দমা।

৩। মদ ...গর্ব্ব অর্থাৎ টাকার গরমে মকর্দ্দমা।

এইবার পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন কি গুণ থাকিলে ছেলেদের পিতামাতার মন সংকীর্ণ না হইয়া ঐরূপ কষ্টদায়ক ফল উৎপন্ন করিত না।

যদি ঐ কলহপ্রিয় ছেলেদের পিতা "সত্যের সাধন" করিয়া সত্যের আলোকে থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ বিষময় ফল ফলিত না।

প্রথমে উভয় পিতা সত্য করিয়া ঝগড়ার সত্য কারণ বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইত। ক্রমশঃ রাগ পড়িয়া

যাইত; শেষে যে ছেলে দোষী সে তিরস্কৃত হইত ও প্রহার খাইত। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হইলে পিতামাতার উচিত অপরের ছেলেকে কিছু না বলিয়া, নিজের ছেলে হাজার নির্দ্দোষী হইলেও তাহাকে উত্তমরূপে শাসন করা; আর সে সময়ে কাহারও আদর দেওয়া কিম্বা কথা কহা উচিত নহে। ইহার নাম মনের প্রশস্ততা অর্থাৎ উদারতা; যদ্দারা অনিষ্ট না হইয়া প্রেমের বৃদ্ধি করে। প্রেম বৃদ্ধি হইলে বন্ধু বৃদ্ধি হয়। মন সংকীর্ণ ভাব ধারণ করিলে, মায়াপ্রভাবে রিপুগণ বলী হয়, এবং জীবকে কষ্ট দিবার সুযোগ পায়। আর মন প্রশস্তভাব ধারণ করিলে রিপুগণ দুর্ব্বল হইয়া যায়, তখন ভালবাসা দয়া, দাক্ষিণ্য সমস্ত ভাল ভাল গুণের উদয় হয়; যদ্বারা জীবমাত্রেই সন্তোষ লাভ করে।

যাহা খাইলে শরীর গরম হয়, ক্রমে ক্রমে এত গরম হয় যে মস্তিষ্ক গরম হইয়া নানারকম প্রলাপ বকিতে থাকে; কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন মারামারি করে অবশেষে নিস্তেজ হইয়া যেখানে সেখানে শয়ন করে, তাহাকে মাদক দ্রব্য অর্থাৎ মদ কহে। সেইরূপ যে রিপু মনের মাদকতা অর্থাৎ গরম আনে তাহাকে "মদ" বলে। আত্ম পরীক্ষার অভাব নিবন্ধন মদের উৎপত্তি। প্রথমতঃ

মনের গরম হইলে কি হয়? মনের ঝাঁজ্ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। মনের ঝাঁজ্ কি? জ্ঞানের গর্ব্ব ও অর্থের অহঙ্কার। যখন ঘটনাচক্রে নিশ্চয় সম্পাদিত অনুভূতি অনিশ্চিত হয়; যখন ভগবানের শক্তি ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না কি ভাবা যায় না; যখন ভগবান শক্তির প্রত্যাহার করিলে আমাদের হাত পা বন্ধ হইয়া যায়, তখন লোকে নিজের গর্ব্ব নিজে করে কেন? কি জ্ঞানী, কি সুবক্তা, কি কবি, কি সমর বিজয়ী যোদ্ধা, কি সঙ্গীত বিশারদ গায়ক, কেহ কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে তাহাদের ক্ষমতা কোন কালে হ্রাস হয় নাই, ও হইবে না;—নিশ্চয় নয়। কখনও না কখন হ্রাস হয়েছে কিম্বা হইবে। কোন্ শক্তির অভাব হইলে এইরূপ হ্রাস হইবে তাহা কে বলিতে পারে;—আত্মদৃষ্টির অভাবে নিজের পাপ নিজে দেখেনা বলিয়া লোকে অহঙ্কার করে। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, অহঙ্কারই লজ্জায় পরিণত বোধ হয়, এবং নিজকৃত পাপসকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মোটকথা নিজের দোষ না দেখিয়া গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই অহঙ্কার হয়। যে ব্যক্তির নিজের দোষের প্রতি লক্ষ্য থাকে, সে ব্যক্তি মহাত্মা, ; তাঁর জীবনে অহঙ্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। অহঙ্কার যেখানে সেইখানে মিথ্যা প্রয়োগ;

আর পরের দোষ কীর্ত্তন, খলতা, বিবাদ, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, ঈর্ষা, চিত্ত বিভ্রান্ত, অমর্য্যদাসূচক বাক্য প্রয়োগ আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূণ্য, এই সকল জঘন্য কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। অহঙ্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল "পতন"। যে পর্য্যন্ত "আমি" না যাইবে সে পর্য্যন্ত যতই ধর্ম্ম কর্ম্ম করুক না কেন, তাহার কোন ফল নাই। আসল সাধু হইলে তাঁহার মনের এই ভাব উদয় হয়, যে, আমার অপ্রকাশে তাঁহার প্রকাশ আর তাঁহার অপ্রকাশে আমার প্রকাশ। অর্থাৎ যতদিন আমিত্ব ভাব থাকে ততদিন তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির ভিন্ন অপর চারি পাণ্ডব স্বর্গে যাইতে পারেন নাই কেন? তাহাদের মনে এক এক বিষয়ে মদভাব ছিল।

১। সহদেব...প্রজ্ঞার।

২। নকুল...রূপের।

৩। অর্জ্জুন...ধনুক বিদ্যা শিক্ষায়।

৪। ভীম...অতি ভোজন ও বাহুবলের।

যতকিছু সুকৃতি অহঙ্কার দ্বারা নষ্ট হয়। অহঙ্কারীর ন্যায় দুঃখী জীবন আর নাই। কারণ অহঙ্কার বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাকে চিন্তিত থাকিতে হয়।

ভগবান কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া ঘৃণা করিবার কাহারও অধিকার দেন নাই। ভগবান সকলকে দোষে গুণে সৃজন করিয়াছেন, সকলকে কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পালন করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু কাহাকেও অহঙ্কার করিতে বলেন নাই। অতএব পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই ভগ্নী কাহারও অহঙ্কার করা চলে না। প্রধানতঃ নিজের গুণ গান শ্রবণ করিলে অহঙ্কারের পোষকতা করা হয়।

অহঙ্কার দমনের উপায়।

১। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি মতি।

২। পরের গুণের প্রতি লক্ষ্য ও তাহার সহিত নিজের গুণের তুলনা।

৩। অতীত জীবনের নিজের স্খলন ও পতন স্মরণ।

৪। অহঙ্কারকে সুখের গরল রূপে চিন্তা।

৫। আমিত্ব ভাব দূরীকরণ।

৬। নিজের গুণ প্রকাশক স্থান হইতে পলায়ন।

৭। নিজ দোষ গুলি একখানি কাগজে লিখিয়া প্রত্যহ তাহা পাঠ।

যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি। অর্থাৎ মনের গুণে ধন হয়, আবার ধনে প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনে ও পতন। তাই বলি;—

রামপ্রসাদী

মন কেন তুই এমন হলি ?

(ও মন) মানব জনম পেয়ে শেষে, নিজের দোষে সব খোয়ালি।
ভেবে ভেবে কিবা ফল, শেষের দিন যে নিকট এল,
করে থাক যদি পথের সম্বল, বুঝবো তোমার চাতুরালি।
নিজস্থালে যদি যেতে চাও, ছেড়ে তোমার মেজাজ আলি,
(তবে) হৃদমাঝারে সদা থাক, ধ্যানে সেই মুণ্ডমালি।
(তবে) রসনাকে সঙ্গে লয়ে, বল সদা কালী কালী ॥

(কাঙ্গাল দাস)

"মাৎসর্য্য" অর্থাৎ ঈর্ষা। যেখানে ঈর্ষা সেখানে কোন রকমে ভালবাসা স্থান পায় না। সেই জন্য ভালবাসার পাত্রের উপর ঈর্ষা হইতে পারে না। "মাৎসর্য্য" সকল অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ। কারণ ইহাতে ভালবাসার নাম মাত্র নাই; আর ভালবাসা হৃদয়ে না জন্মিলে ভগবানে মতি হয় না। এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন যে মনের সংকীর্ণতাতেই সকল পাপের উৎপত্তি হয়;—অর্থাৎ সকল রিপু উত্তেজিত হয়। পরনিন্দা মাৎসর্য্যের বন্ধু আর উদারতা মাৎসর্য্যের শত্রু। যত মাৎসর্য্য প্রকাশ হয় তত "পরনিন্দা পরচর্চ্চা" করিবার জন্য জিহ্বা লক্ লক্ করে। লোকের সদ্গুণ দেখিয়া ভাল বাসিলে তাহার মনে কখন ঈর্ষা হয় না। জগতে ঈর্ষা পূর্ণ জীবনের ন্যায়

শোচনীয় ও হতভাগ্য জীবন আর নাই। মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয় নিজের উন্নতি ভুলিয়া যায় ও পরের মন্দ করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করে। ইহা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন ঈর্ষাপূর্ণ জীবনে সর্ব্বদা অভাব বোধ করে—আর প্রবঞ্চক হয়। সুতরাং তাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে যেখানে নিজের মনের কিম্বা অন্য রকমের উন্নতি করিবার ইচ্ছা আছে সেখানে ঈর্ষা আসিতে পারে না।

চন্দ্র, মৃণাল ও কুসুম এই তিনটির গুণ না দেখিয়া যে সর্ব্বদা উহাতে কলঙ্ক; কাঁটা ও কীট দেখে তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে। যেমন সাপে কামড়াইলে ক্রমে ক্রমে তাহার বিষ সর্ব্ব শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ নাশ করে সেইরূপ মানুষে ঈর্ষারূপ অনলে দগ্ধ হইয়া শেষে আত্মহত্যা রূপ মহাপাপে পতিত হয়। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ছয়টী রিপুর অনুচর গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিতে গেলে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হইয়া যাইবে বলিয়া নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি ইহাতে যদি কাঙ্গাল দাসের দোষ হইয়া থাকে আশা করি পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যেমন "বাপ তেমি বেটা" যেমন "গুরু তেমি শিষ্য," যেমন "রাজা তেমি মন্ত্রি"।

সাদৃশ্য পাইলেই লোকে প্রায় এই রকম ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ অনুচর গুলির আসলের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। প্রকাশ করিয়া লিখিতে গেলে অনেক বিষয় পুনরুক্তি করিতে হইবে ও তাহা পাঠকদিগের ধৈর্য্য ও বৃথা সময় নষ্ট করিবে।

১। "উচ্ছৃঙ্খলতা," মনের অনিয়ন্ত্রতা হইতে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়।

১। কার্য্য প্রণালী প্রস্তুত করণ ও সেই মতে চলন যথা;—

(ক) নির্দ্ধারিত সময়ে দৈনিক কার্য্য সমাপন।

(খ) নির্দ্ধারিত সময়ে কর্ত্তব্য পালন।

(গ) কর্ত্তব্য পালন ভুলিয়া সংকীর্ত্তনাদিতে উন্মত্ত না হওন।

(ঘ) ভক্তিভাজন ব্যাক্তির আজ্ঞাপালন।

(ঙ) ভগবানের সৃষ্টির বস্তুর কার্য্য প্রণালী দেখিয়া সেইভাবে চলন।

২। "সাংসারিক দুশ্চিন্তা" অভাব ও লোকনিন্দা ভয় হইতে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়।

(ক) লোক নিন্দায় অগ্রাহ্য।

(খ) কোন বস্তু না হলে চলিবে না, এই ভাবে মনে না আনা।

(গ) সমাজের অনুরোধ কিম্বা ভয় না রাখা।

(ঘ) ভাল বিষয়ে মানোনিবেশ। যথা ;—সাধুসঙ্গ, পবিত্র আমোদ প্রমোদ, ভগবদ্বিষয়, বা বিদ্যাবিষয় চিন্তা (কিন্তু অর্থ বিষয়ক নহে)

(ঙ) নিম্নদিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অবস্থার তুলনা।

(চ) নির্জ্জনে বাস না করা।

৩। "বহ্বালাপে প্রবৃত্তি ও কুতর্কেচ্ছা," অভ্যাস ও স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়।

(ক) মৌনব্রত। (সপ্তাহ অন্তর একদিন)

(খ) নির্জ্জন বাস।

(গ) সত্যের আশ্রয়।

(ঘ) সংকীর্ত্তণ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ও সৎ আলোচনা।

৪। "ধর্ম্মাড়ম্বর," ধর্ম্মের ভাণে লোকের সুখ্যাতি গ্রহণেচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়।

(ক) অতিরিক্ত ধর্ম্মভাব না দেখান।

(খ) অন্তরের ধর্ম্মভাবকে প্রবল করণ।

(গ) গোপনে ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন।

(ঘ) গোপনে দান।

(ঙ) গোপনে ঈশ্বর আরাধনা।

(চ) বাহ্যিক ধর্ম্মভাব দেখাইতে অনিচ্ছা।

৫। "লোকভয় ও পাটোয়ারিবুদ্ধি," দুর্ব্বলচিত্ত ও অতিবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। এই দুইটী ভক্তি-পথের প্রতিবন্ধক।

"লোকভয়" কি না ; লোকের উপহাস ও উৎপীড়ন. "পাটোয়ারি" বুদ্ধি কিনা,—ভগবানের সহিত পাপ পুণ্যের রফা।

অনেকে মনে করেন, পাপ কর্ম্মে অর্থ সঞ্চয় করিয়া পুণ্যকর্ম্মে কতক ব্যায় করিয়া ভগবানের সাহিত রফা করিব। "ভাবেরঘরেচুরি" মানুষের ঘরে চলে না, ভগবানের নিকট তাহা কিরূপে চলিবে। যেমন গরু কেটে জুতা তৈয়ারি করে ব্রাহ্মণকে দান।

"পাটোয়ারী বুদ্ধিতে" ভগবানের নিকট গড়ে ধর্ম্ম করা চলেনা। মোটকথা সমাজের প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্খা, পাটোয়ারি বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক। লোকনিন্দা ভয় না

করিয়া যে ব্যক্তি সোজাসুজি বিবেকের আদেশানুসারে কর্ত্তব্য পালন পথে অগ্রসর হয়, তাহার পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকে না, অথচ তাহার সম্মান ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণের নিকট **"যমসাধন"** সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি। আশাকরি তাঁহারা ধীরে ধীরে "যমসাধন" পথে অগ্রসর হয়েন। যমের নাম শুনিয়া যেন ভীত হইবেন না।

যিনি ধর্ম্মের শাসনকর্ত্তা, স্বর্গের দ্বার রক্ষক, দুষ্কৃতির বিচার কর্ত্তা, পাপ পুণ্যের ফলদাতা, মনুষ্যের প্রভু, দেবতার সহায়, পাপীর শত্রু; তিনিই "যম" তাঁহার গুণের কথা আর কি বলিব;—তিনি পরম দয়ালু, সত্য পরায়ণ, পরম ব্রহ্মচারী, সন্তোষের আধার, আর তিনি পরস্বাপহরণ করেন না। তাঁহার পাঁচটি রাজ্য। যথা,—

১। অহিংসা।

২। সত্যসাধন।

৩। অস্তেয়।

৪। ব্রহ্মচর্য্য।

৫। অপরিগ্রহ।

বহুসাধনায় যাঁহার আরাধনা করিয়া দেবাদিদেব ভগবান মহাদেব, ভীষ্মদেব—দেবসেনাপতিকুমার, সনক, সনন্দ. সনাতন সনৎকুমার ও ৮০০০০ ঋষি—ঊর্দ্ধরেতা হইয়া যাঁহার সালোক্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারই নাম "যম"। যিনি ঐশ্বর্য্য বিতৃষ্ণ, পরম সন্তুষ্ট,—যিনি স্বার্থের অতীত ও পরার্থে-নিযুক্ত তাঁহারই নাম "যম"। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুণ সাধনা করিলে তাঁহারই সাধনা করা হয় এবং তাহাকেই "যমসাধন" কহে।

১। অহিংসা……অর্থাৎ হিংসা না করা। প্রাণ বধ করিলেই যে হিংসা বোঝায় তাহা নহে, যে কোন প্রকারে অন্যের প্রাণে আঘাত করার নাম হিংসা, ঈর্ষা অথবা মাৎসর্য্য। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

২। সত্য……পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এস্থলে বক্রী তিনটী সাধন সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা করিতেছি।

৩। অস্তেয়—চৌর্য্য ত্যাগের নাম অস্তেয়। ইহার অর্থাৎ চৌর্য্যের গতি অত্যন্ত মন্দ। ইহার ইচ্ছা

হইতে ঈর্ষা ও তাহা হইতে দ্বেষ ও হিংসা উৎপন্ন হয়। অপহরণ বা অপহরণের ইচ্ছায় পাপের সঞ্চার হয়। ইহা পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ অস্তেয় সাধন করিলে (১) উদ্বেগবিহীন যোগসাধনের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়; (২) তৃপ্ত ও সন্তোষ লাভ হয়, (৩) ঈর্ষা-ও মাৎসর্য্য দূর হয়। (৪) ঐশ্বর্য্য স্বতঃই আশ্রয় করে।

(ক)—অস্তেয় সাধন সিদ্ধি লোকের নিকট সকলেই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে স্ব স্ব সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া রাখিতে পারে।

(খ) জগতে সমস্ত রত্ন লাভ করিলে যে তৃপ্তি লাভ হয় অস্তেয় সাধনে —সেই লাভ হয়।

চৌর্য্য পালনে বা পরদ্রব্য লোভ পাপে বৈশ্যের স্বার্থ, ক্ষত্রিয়ের তেজ ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব এই প্রবৃত্তি, সকলের ত্যাগ করা উচিত। লোভ শূন্য ব্যক্তি জগতে অতি বিরল। অভাব ও প্রবৃত্তি অনুযায়ীক মানুষের হৃদয়ে লোভের সীমার তারতম্য হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তি অনুযায়ীক লোভ—আধ পয়সা হইতে দুহাজার দশহাজার পর্য্যন্ত উঠিতে পারে যতক্ষণ—সাধনা না করা যায় ততক্ষণ কেহ কখন গুমোর করিয়া বলিতে পারে না যে, আমার পরদ্রব্যে লোভ নাই, কিম্বা চুরি করিব না, কি করি নাই।

অপরিগ্রহ—দেহরক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত ভোগসাধন দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা না করার নাম। অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধে অতিরিক্ত ভোগ বাসনা পরিত্যাগের নামই অপরিগ্রহ। "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু"—এ কথাটী ঋষি বাক্য ও গুরু বাক্যের ন্যায় সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরুক রাখিলে অপরিগ্রহ সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়।

অভোজন, (অর্থাৎ একেবারে না খাওয়া) কুভোজন, ও অতি ভোজনে বহু রোগ উৎপন্ন হয় ও বহু যন্ত্রণার নিদান। তবে আপনারা বলিতে পারেন যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে উপবাস করিবে না কেন? ধর্ম্মকর্ম্ম জনক উপবাসে কাহারও নিষেধ করিবার ক্ষমতা নাই। তবে যে স্বধর্ম্ম সাধনা না করে তাহার আবার ধর্ম্ম কি! যে স্বধর্ম্ম কিম্বা অপরাপর রিপুদমনের সাধনা না করিয়াছেন তাহার আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি? সমস্তই ধর্ম্মাড়ম্বর এবং জাঁক জানান ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেবল পুরোহিতদিগের যেন তেন প্রকারে—পেট ভরান। আজ কাল সেইভাবে কার্য্য হইতেছে। একজন ব্রাহ্মণ ঠিক সময়ে ও ঠিক নিয়মে কত বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা কালী পূজা করিতে পারে? আজ কাল একজন ব্রাহ্মণ এক ঘণ্টায় ১০ বাড়ীতে ঐ

পূজা করিতেছেন। হায়! হায়! কি কালই পড়িয়াছে। যেমন যজমান তেম্নি পুরোহিত। ব্রাহ্মণেরা যেমন লোক দেখান গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, যজমানদের ও সেইরূপ লোক দেখান পূজা হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণদের বাস্তবিক চলে কি প্রকারে। তাঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মতেজ কমিয়া আসিতেছে, আর কিরূপে চালাইবে। সেই রকম তেজ থাকিলে তাঁহাদের চরণ ধুলোর কত দর হইত। আজ কাল যে সময় যজমান বৈঠকখানায় বোসে তাস খেলছে কিম্বা সিগারেট খাচ্ছে, কিম্বা বোতল চালাচ্ছেন, সেই সময় পুরোহিত কিম্বা অন্য ব্রাহ্মণ যদি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন—প্রথমতঃ বাবুর লক্ষ্য নাই, পরে যদি নজর পড়িল—কেহ একবার লোক দেখান প্রণাম, কেহ বা করিলেন না; শুদ্ধ কেবল বলিলেন বসুন। তৎপরে কর্ত্তা যখন বলিলেন ওরে "তামাক দেরে"; অমনি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি বলিয়া বসিলেন আর কেন তামাক,—তোমার সিগারেটের বাক্সটা দাও না। কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান সিগারেটের বাক্সটা দিয়া বলিলেন যে "এসব চলে নাকি"? হাঁ। চলালেই চলে। ক্রমে ক্রমে সব চলে গেল;—পরে মদের ঝোঁকে—উভয়ে গালাগালি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। সময়ে

সময়ে যজমানের সহিত বেশ্যা লইয়া বাগানে কিম্বা বেশ্যার বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। হায়! পেটের দায়ে—ব্রাহ্মণ দিগের-কিনা করিতে হইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের নিজের মনকে বিশ্বাস নাই; তবে সাধনা বিহীন যজমনকে কিরূপে বিশ্বাসকরিবে। পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ যদি প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ সাধন করিয়া সত্য পথের পথিক হইয়া যজমানী করিত তাহা হইলে ব্রাহ্মণের চরণ ধূলির প্রত্যাশয় যজমানেরা-সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিত। ব্রাহ্মণদিগের চরণ ধূলি না পাইলে নিজেকে অপদার্থ মনে করিত ও নিজেকে হেয় জ্ঞান করিত। পূর্ব্বের ন্যায় সাধনা সিদ্ধ ব্রাহ্মণের তেজ, আধুনিক ব্রাহ্মণের শরীরে নাই বলিয়া তাঁহারা যজমানের গোড়ে গোড় দিয়া ব্রাহ্মণোনুচিত গর্হিত কার্য্য করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হইতেছেন না। পুরোহিত শব্দের অর্থ কি?—যিনি পুরের হিত করেন তাঁহাকে পুরোহিত বলা যায়। আজকাল পুরোহিতের নিজের স্বার্থের জন্য (অর্থাৎ তাঁহাদের উদর, বিলাসিত দ্রব্য, বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি, ইত্যাদি নানা কারণে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য) যজমান দিগকে, ব্রতপালন, প্রতিমা পূজা ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলাফল বর্ণন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ

করান; ঐ দেখাদেখি যাহার অর্থ সম্পত্তি নাই সেও ঐ ফলের আশায় কর্জ্জ করিয়া কিম্বা আপনার লোকের নিকট জবর দস্তি ভিক্ষা করিয়া কার্য্য সমাধা করে। হায়! হায়! তখন তাহারা কিছুই বুঝতে পারে না যে, কর্জ্জশোধ করিতে না পারিলে কিম্বা পাওনাদারদের টাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করালে কি পাপ হয়। ইহাতে সত্যের সাধনা পথে কণ্টক নির্গত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের পথেও কণ্টক হয়! তাহারা কখনও সত্যপথে চলিতে পারিবে না; কারণ তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দোহাই দিয়া সত্যকে হেয়জ্ঞান করে, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা। যদি ক্ষমতায় না থাকে, কিম্বা পাওনাদারদের হাঁটিতে হয়, কিম্বা ফাঁকি দিতে হয়, কিম্বা রফা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন ভক্তিভাবে চক্ষের জল দিয়া তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করে। ইহাতে অধিক ফল আছে। ইহা মানব মত্রেই স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কোন কার্য্যের জন্য পুরোহিত ঠাকুর, তাঁহার নিজের দক্ষিণার জন্য কোন কথা উত্থাপন করেন কিম্বা সে সম্বন্ধে জোর করেন, তাহা হইলে সে কর্য্যের ফল ভগবান দেন না। কর্ম্মফল ভগবান পুরোহিতের দ্বারা পাঠাইয়া দেন। তিনি যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিশ্রমের ফল যজমান-

দিগের নিকট হইতে জোর করিয়া লইলেন তাহা হইলে ভগবানের নিকট তাঁহার কর্ম্মের কি জোর রহিল আর তিনি কোন্ মুখে ভগবানকে জানাইবেন।

ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষে অর্থাৎ নিজের স্বার্থের জন্য টাকাকে বড় করিয়াছেন। তাঁহারা টাকা পেলেই সমস্ত বিধান দিতে কুণ্ঠিত হন না। যদি একটা নিয়ম ঠিক রাখিতেন যে, সাধনা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও শূদ্রের সত্য ও সত্ত্ব সাধনা) ভিন্ন কি পুরোহিত, কি যজমান, কেহ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহা হইলে যজমানেরা (কি ধনী কি দরিদ্র) ব্রাহ্মণদিগের পদানত হইয়া থাকিত আর তাহাদিগকে দক্ষিণার দরুণ হাঁটাহাঁটি ও রক্ষা করিতে হইত না।

অনেক ব্রাহ্মণ আছেন গায়ত্রী জপ করেন না; কেহ জপ করেন, তাহার অর্থ জানেন না, কেহ বা ভুলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকট একথা উত্থাপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিয়া বসেন, কি করিব পেটের দায়ে সব ভুলিতে হয়। তাঁহাদের দেখাদেখি যজমানেরা কহেন, কি করিব পেটের ধান্ধা করতে করতে দিন কেটে যায় তা আর সাধনা করবো কখন? এই কাঙ্গাল তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করছে, গোড়া

পেটের জন্য কত খরচ হয়? পূর্ব্বে আমা যাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল ৩৷৷০ চোদ্দসিকে, এখন জিনিষের দর দ্বিগুণ বাড়াতে, যাওয়া আসা ৭৲ সাত টাকা। বাকি টাকা কোথায় যায়? ভাবিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, অহঙ্কার উৎপাদক বিলাসিতায় বাকি সব টাকা চলিয়া যায় ও উল্টে কর্জ্জ হয়। সেই জন্য এই কাঙ্গাল মুক্ত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বোলছে হে মানবগণ! "পেটের দায়" এই কথাটি ভবিষ্যতে মুখে না আনেন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিলেই কুড়ালের প্রত্যেক আঘাতে, মুখ দিয়া পেটের দায়ের কথা কহিতে হইবে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। ভগবান ইহার জন্য দায়ী হতে পারেন না। ভগবান উদর দেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহারও দেন। উদরের দোহাই যিনি দেন, তাঁহার ন্যায় পাপী জগতে আর নাই। কারণ ভগবানের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস নাই। ভগবান যদি আহার না দিতেন, তাহা হইলে কেহ উদর হইতে বাহির হইতে পারিত না। উদরের ভিতর পচিয়া মরিত। যখন উদরে আমাদিগকে দশ মাস দশ দিন স্থান দিয়া আহারের সংস্থান করিয়া দিয়া সংসারমধ্যে নামাইয়া দেন, তখন আমরা উদরের জন্য ভাবনা করি কেন? আমাদের কি মূর্খতা। কোন্ শক্তি-বলে উদর

ঐরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম, যদি আমরা ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে পেটের দায়ের দোহাই দিয়া ভগবানকে নিন্দা করিতে সাহস করিনা। ব্রাহ্মণদিগের অনেক নিন্দা করিলাম, অপরাধ লইবেন না, নিজগুণে মাপ করিবেন। এইবার ব্রহ্মচর্য্যের ফল সংক্ষেপে বলিয়া রিপুদমনের বিষয় বন্ধ করিব। আর অধিক কিছু বলিব না, পাছে রাগ কোরে এই কাঙ্গালের ধন ছিঁড়ে ফেলেন। যদি ভাল না লাগে দয়া করে রাগটা কিছু নরম করে লবেন।

ব্রহ্মচর্য্য।

যম সাধনের সর্ব্বপ্রধান সাধন ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য সাধনে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য কি?

(ক)—তেজস্বিতা বা ব্রহ্মতেজ লাভ দায়ক।

(খ)—শরীরকে রোগ শূন্য করিয়া মনে শান্তিদায়ক

(গ)—ব্যাধি ও মৃত্যুভয় নিবারক।

(ঘ)—ইন্দ্রিয়ের শক্তি দায়ক, বিশেষতঃ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কারক।

(ঙ)—মনের আনন্দ দায়ক।

দেখিতে গেলে বালক এক রকম ব্রহ্মচারী। ভাবিয়া দেখুন, তাহারা বাল্য বয়সে কি ভাবে থাকে। তাহাদের কিছুতেই ভয় নাই, কিছুতেই দুঃখ নাই,—কিছুতেই শোক নাই ;—কিছুতেই মায়া নাই ;—সমস্ত দিন রোদে গরমে, বৃষ্টিতে খেলা করে ;—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ; সমস্ত দিন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে একবারও পায়ের বিশ্রাম নাই। তাহারা সমস্ত দিন যা ছুটা ছুটি করে, বোধ হয় একটি জোয়ান মানুষ তাহার ন্যায় পায়ের পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহাদের আহার কি? কেবল দুগ্ধ। ভাবিয়া দেখিলে ঐ দুগ্ধ তখন সুধার ন্যায় কার্য্য কারী বোধ হয়। ঐ সময়ে বালকের বীর্য্য সুরক্ষিত থাকে ঐ সময়ে তাহারা যাহা কিছু পায়, তাহাতে যে কি আনন্দ ভোগ করে, তাহা কাঙ্গাল দাসের লেখনী লিখিতে অক্ষম। বোধ হয় তখন তাহাদের নিম্নলিখিত ভাব উদয় হয়।

১। ঝুমঝুমির ধ্বনিকে······স্বর্গের অপ্সরীর পায়ের নূপুর ধ্বনি।

২। দুগ্ধকে······অমৃত।

৩। পুষ্পকে······স্বর্গের পারিজাত কুসুম।

৪। পুষ্পের গন্ধকে······স্বর্গীয় সুখ।

৫। বৃক্ষপত্র……অমূল্য রতন। কারণ বৃক্ষ পত্র পাইলেই বালকেরা কখনও মাথায় রাখে, কখনও মুখে দেয়, আবার কেহ চাহিলে কেমন লুকাইয়া রাখে।

যদি পিতামাতারা বালকের ভাব বজায় রাখিয়া তাহাকে ভালরূপ শিক্ষা দেন তাহা হইলে এক একটী আদর্শ হইয়া উঠে। প্রথমে ঐ জুজু, ঐ বুড়ো এইরূপ ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। তাহাতেই ছেলেবেলা হইতে বালকের মনে এমন একটী ভয় ঢুকাইয়া দিল যে, তাহা আর জীবনে ভাঙ্গে না; সব কাজে ভয় পাইতে লাগিল, সাহস যে কি জিনিষ তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ক্রমে তাহাকে ওরে মাণিক, ওরে যাদু, ওরে গোপাল ইত্যাদি মায়াসূচক আদর করিয়া, বাপ মা নিজের মাথা নিজে খাইতে লাগিল। নিজেদের শরীরে মায়া ঢোকাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের শরীরে ঢোকাইল, তখন ছেলে—“মায়া” এই শব্দের “য়া” বাদ দিয়া “মা-মা” বলিতে লাগিল। পরে বাপ মা সাধ করে মায়ার বশে ছেলেকে এটা, সেটা খাইয়ে পরিয়ে ছেলের লালসা ও বিলাসিতা বাড়াইয়া দিল। ভাবিয়া দেখুন যখন তাহার জ্ঞান হইবে, তখন ঐ ছেলে কি প্রকারে

সাধনা করে, কি ক'রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে? তার উপর অল্পবয়সে ছেলের বিবাহ দিয়া তাহার ব্রহ্মচর্য্য পথে পাথরের দেওয়াল উঠাইয়া দেয়, এবং তাহার হাতে পায়ে বেড়ী দিয়া সংসার গারদে কয়েদ করিয়া ফেলে। সেই গারদ ভাঙ্গিয়া কে আর কত কি কাজ করিতে পারে। আজ কালের পিতামাতা ভাবেনযে ছেলেকে সংসার গারদে দিতে পারিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। তাই বলি হে মধ্যবিত্ত মহোদয়গণ! হে মধ্যবিত্ত মহিলাগণ! দয়াকরে এই কাঙ্গালদাসের কথা রাখ;—হাতে ধরে বলছি কথা রাখ; নিচের দিকে চাও,—দয়াকরে নিচের দিকে চাও;—উপর দিকে চেয়ে আর কষ্ট ভোগ কোরোনা;—সময় চলে গেলে আর সময় পাবে না; ঠিক বল্‌ছি সময় পাবে না; সময় কাহারও হাত ধরা নয়;—এই কাঙ্গালদাস গলায় কাপড় দিয়ে বল্‌ছে মতিগতি ফেরাও, আর অবহেলা করিও না।

আহারের ভাল দ্রব্যে ও বিলাসিতায় কোন সুখ নাই; কেবল কষ্ট, কেবল কষ্ট, লোকের কথায় ভুলো না;—মানের গোড়ায় ছাই দাও;—বাগে পেলে কেউ ছাড়ে না, খুব সাবধান। স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না;—রগড় দেখবার সময় সকলে বাহির হয়, বিপদে কেউ দেখেনা;

নিজের পথ নিজে চেন;—সকলে অন্ধ করে রাখবে, কেউ চিনতে দেবেনা। কাঙ্গাল তাহার কথাটি রাখাবার জন্যে বড়ই ব্যকুল হয়েছে; কারণ কাঙ্গাল নিজে ভুক্তভুগী সেই জন্য কাঙ্গালের মনে এত কষ্ট হয়েছে; তাই কাঙ্গাল বল্‌ছে ভাই সকল, ভগ্নিসকল, মাতাসকল, পিতাসকল যে যেখানে কাঙ্গালের ন্যায় দুঃখী আছো, একবার মন দিয়ে শোন—এই কাঙ্গালের কথা মন দিয়ে শোন, ঘৃণা কেরোনা, নিশ্চই উপকার পাবে। ঔষুধ খেতে কষ্ট হয়, কিন্তু রোগ আরাম হলে মনে বড়ই আনন্দ হয়; কথাটী আর কিছুই নহে, লোকের দেখিয়া বৃথা সুখের আকাঙ্খা করিও না। যে পথে আকাঙ্খা বাড়িবে সে পথ দিয়া চলিও না; অর্থাৎ ধনীর ছায়া মাড়াইও না; কার্য্য ব্যতিরেকে বাড়ী থেকে বাহির হইও না;—বেরুলেই বিপদ; অম্‌নি লোভ ও আকাঙ্খা তেড়ে এসে গপ্ করে গিলে ফেলবে; তখন আর সাম্‌লাতে পারবে না। খুব সাবধান, নিজের ওজন বুঝিয়া সকল কাজ কর। খাওয়া নয়গর্ত্ত বুজান;—শোয়া নয় ঘুমান অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হওন;—পোষাক নয় খোলোস পরা;—যাহাতে এই সকল বিষয়ের জন্য অল্প পয়সা খরচ হয় তাহার চেষ্টা কর। কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য যে পোষাক না করিলে নয় অর্থাৎ

একখানি কাপড় একটী জামা (চাদর নিবারণি সভার রূপ চাদর 'ত' উঠিয়া গিয়াছে); আর ভাল কাপড় জামা রাখিবার আবশ্যক কি? যা বাজার পড়িয়াছে সকলেই তা স্বচক্ষে দেখিতেছেন; আমাকে আর এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। অবস্থানুযায়ী নুন-ভাত, শাক-ভাত ও ডাল রুটি ভিন্ন আর খাইবার লালসা অধিক করিও না। বিলাসিতার দ্রব্য বাড়ীতে আর ঢুকিতে দিও না। ঘুম এলে বিছানার আবশ্যক হয় না, এমন কি লোকে বসে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চলতে ঘুমায়। মন নিশ্চিন্ত না থাকিলে ঘুম আসে না, অতএব ভাল বিছানা অপেক্ষা মনকে নিশ্চিন্ত রাখিলেই ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। যেমন হাগা এলে বাঘার ভয় থাকে না সেইরূপ ঘুম এলে বিছানার ভাল মন্দ বিচার থাকে না। যাহাতে শরীরের মধ্যে ভগবদ্ চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা না আসিতে পারে সে বিষয়ে সাধ্যমতে সকলের চেষ্টা করা উচিত। যখন স্বার্থ ছাড়া কেহ চলে না—তখন নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া লওয়া উচিত। সমাজের ভয় রেখোনা;—লোক নিন্দার ভয় রেখো না, তা' হলেই কষ্ট;—সংসারে 'আয়নার মুখ দেখাদেখি' এইরূপ ভাবে সমাজ, লৌকিকতা আচার ব্যবহার চলিতেছে। ঐ ভাবে চলিতে গেলে

কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে ;—বিশেষতঃ ঐ সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে কর্জ্জ শোধ করিতে করিতে জীবন কাটিয়া যাইবে; নয় ঋণ পাপে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের ন্যায় কর্জ্জ বাড়িয়া যায়। বেড়োনা; বাড়িওনা; বাড়লেই ঝড়ে পড়ে মর্‌বে। তখন ভারি আপসোস্ হবে। ইহার নাম সাংসারিক ব্রহ্মচর্য্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। "হাতি দয়ে পড়্‌লে ব্যাঙেও লাথি মারে ;—খুব সাবধান মেজাজ গরম কোরোনা ;—গাছে তোল্‌বার সময় অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নামাবার সময় সকলে পালিয়ে যায়, কেহ কেহ বা মই কেড়ে নিয়ে রগড় দেখে। কাঙ্গালদাস কোনটী মিথ্যা বলে নাই। কাঙ্গাল আর কি বোলবে, সকলেই জানে; তবে এই দুঃখ যে কেউ ব ঝে না, সকলেই বড় হতে চায়। যদি ধনী হতে চাও সত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাও; লোভ ও আকাঙ্ক্ষা দমনের পরাকাষ্ঠা দেখাও ;—সত্যের আশ্রয় লও ;— ইন্দ্রিয়দমন কর। যখন ইহার চরম করিবে তখনই দেখিবে হৃদয়ে যেন কি একটী জ্যোতিঃ প্রবেশ করিতেছে; তখন শরীর পুলকিত হইবে;—জগৎ আনন্দময় বোধ হইবে। সেই জ্যোতিটী কি? 'শান্তি'

প্রথমে নিজে আন, তৎপরে ঘরে বাহিরে বিতরণ কর। ঐ ধন যত দিবে তত বাড়িয়া যাইবে। তখন অহঙ্কারী ধনীর ধনকে তুচ্ছ বোধ হবে; তখন নিজেই মহাজন হবে, কাহারও. নিকট আর ধার লইতে হবে না। আজ কাল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে ধনী ও দিন আনে দিন খায়, এরূপ লোকের কোন কষ্ট নাই; কষ্ট কেবল মধ্যবিত্ত লোকের; ইহা মানবমাত্রেই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব মধ্যবিত্তের কাষ্ঠ হাঁসি হাসিয়া ধনীর সহিত আর আয়নায় মুখ দেখা দেখির আবশ্যক কি? কষ্টে কষ্টে মধ্যবিত্তের মুখ ক্রমে ক্রমে পুড়িয়া আসিতেছে, এই পোড়ার মুখ দেখাইবার আবশ্যক কি? "রামে ও মেরেছে এবং রাবনেও মেরেছে";—"একঢিলে দুই পাখি মারিবার উপযুক্ত সময়";—এই সময় মধ্য বিত্তগণ মনে করিলে অনায়াসে ভোগ বাসনা ও বিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিলে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিবেনা। এই সময় স্বইচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে বাহ্যাড়ম্বর ও অভাব ঘুচিয়া যাইয়া মন নির্ম্মল হইবে; মন নির্ম্মল হইলেই মুখে সেই জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। ক্রমে সেই ছায়া জগৎ জুড়িয়া ব্যপ্ত হইবে। তখন ধনী মধ্যবিত্তের দর্পনে মুখ দেখিবার ইচ্ছা করিবে! ইহা

অপেক্ষা মধ্যবিত্তের আর সুখকর কি হইতে পারে: অতএব হে মধ্যবিত্তগণ! জগতের ক্ষণিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া যদি যোগ সাধন পথের, কিম্বা ধর্ম্মপথের পথিক হইতে চাও, তবে এমন সুযোগ আর ছাড়িও না যখন ঐ পথের পথিক হইবে, তখন অনন্তময়ের অনন্ত-লীলা বুঝিতে পারিবে ও অনন্ত ধামে যাইবার জন্য প্রাণ আঁকপাঁক করিবে। তখন পোড়া পেটের কথা একবারও মনে পড়িবে না। কাঙ্গালদাসের জীবনে একান্ত সাধ ছিল যে গোপনে গোপনে যথার্থ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবে; কিন্তু সে অবস্থা কাঙ্গালদাসের অদৃষ্টে হয় নাই বলিয়া কাঙ্গালদাস তাহার হৃদয়ের ধন (অর্থাৎ কাঙ্গালের ধন পুস্তকখানি) কাঙ্গালের ন্যায় দুঃখীর নয়নের সাম্নে বাহির করিয়া সাধ মিটাইতেছে। আশাকরি তাহারা যত্ন করিয়া কাঙ্গালের ধনটীর কতদর মনে মনে কসিবেন যদি একজন দুঃখীর এই কাঙ্গালের ধন দ্বারা উপকার হয়, তাহা হইলে কাঙ্গালদাস তাহার জীবনকে সার্থক মনে করিবে। যখন মানব শান্তি ধনে ধনী হয়, তখন তাহার মনের ভাব অন্যরূপ হয়। তখন ভগবানের উপর বিশ্বাস ক্রমে গাঢ় হইয়া উঠে; তখন সর্ব্বদা তাঁহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়, অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা

কহিতে ভাল লাগে। তখন ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া বোধ হয়না। ক্রমে ঐ বিশ্বাস,ভালবাসাও ভক্তিতে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে ভক্তি গাঢ় হইলে ভাবের উদ্রেক হয়; ক্রমশ ঐ ভাবের পুনঃ পুনঃ উদ্রেকে প্রেমের উদয় হয়। তখনই ভগবানের সহিত মিশিয়া যাইবার ইচ্ছা হইবে; ইহার চেয়ে জীবনে আর কি সুখ হইতে পারে। এইবার যোগ সাধন ও ভক্তি সম্বন্ধে যৎসামান্য কাঙ্গালের ক্ষমতানুযায়ীক বর্ণণা করিয়া পাঠকদিগকে বিরক্ত করিবে। আপনারা ছাড়ুন কিন্তু এই কাঙ্গাল ছাড়িবে না। আর সামান্য সময় নষ্ট হইবে কিছু মনে করিবেন না। এই কাঙ্গালদাসের মনের অবস্থা ঠিক ব্যবসাদারী পুরুত ঠাকুরের ন্যায়; আর আপনারা তাহার যজমান স্বরূপ। পূজো না করায়ে ছাড়বো না কিন্তু এ পূজোর আপনারা ফল স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন। কিছু মনে কোর্‌বেন না, কালের মাহাত্ম্য।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোগ সাধন।

যোগ সাধন দুটী কথা;—মনোযোগের নাম যোগ, ও অভ্যাসের নাম সাধন। মনোযোগ অভ্যাসের নাম যোগ সাধন। যাহার মনোযোগ অভ্যস্থ হইয়াছে, তিনিই যোগী। মনোযোগ অভ্যস্থ অর্থাৎ স্মরণ শক্তির—উৎকর্ষ সাধন। কোন বিষয়ে অভ্যাস করিতে গেলে, প্রথমতঃ যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় চাই। “স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জীব মাত্রেই যে যার উদ্দেশ্য ও বাসনা রূপ ফল লাভ’ করে এবং তাহাকে যোগী বলা যায়; অর্থাৎ সে কর্ত্তব্য সাধনে

মনোযোগ দিয়াছেন। মনোযোগে যে স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই; কারণ বিদ্যাভ্যাস করিতে গিয়া অনেকেই মনোযোগের ফলাফল বুঝিয়াছেন। যোগ কাহাকে বলে;—দুইটী বস্তু জুড়িয়া দিলে যোগ দেওয়া হয়। যেমন ১২ কত রকমে হয়; যথা, ১+১১, ২+১০, ৩+৯, ৪+৮, ৫+৭, ৬+৬ এই ছয় প্রকারে বার বলা যায়। মনে করুন ১২ স্থানে যাইবার সকলের উদ্দেশ্য; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত থাকার দরুণ ভিন্ন উপায়ে ১২ স্থানে পৌঁছিবে। এ সম্বন্ধে কাহারও বিদ্বেষভাব দেখাইয়া মনের মলিনতা বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। যে যে ভাবে মনোযোগ অভ্যাস করিবে, তাহার তদ্রূপ ফল লাভ হইবে। তবে একাদশে অর্থাৎ ছয় রিপু ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া মনকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিলে যোগ সাধনের পথ দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ একাদশে দমন করিয়া সত্যের আলো মনে জ্বালিতে পারিলে, সেই আলোকে মন একাগ্র আছে কি না, দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ সাধনের উপর সংসারের ও শরীরের যাবতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

ক্ষুদ্রতম কিটাণু হইতে বিরাট পর্য্যন্ত সকলেই যোগ সাধন করিতেছে, কিন্তু যাহার যেমন উদ্দেশ্য তাহার

তেম্নি ফল হয়। সাংসারিক জীব অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ পশু ইত্যাদি হইতে মনুষ্য পর্য্যান্ত সাধারণতঃ আহারের জন্য যোগ সাধন করে। আবার মনুষ্যের মধ্যে কেহ আহার, বিহারের দ্রব্য সঞ্চয়, কেহ বাড়ী, কেহ ঘোড়া. কেহ ধন, কেহ গ্রাজুয়েট, কেহ সঙ্গীত বিদ্যা, কেহ চিকিৎসা বিদ্যা, কেহ যুদ্ধ বিদ্যা, কেহ শিল্প বিদ্যা ইত্যাদি নানা কারণে নানা রূপ যোগ সাধন করিতেছে। কেহ আশারূপ ফল পাইতেছে, কেহ বা অর্দ্ধেক ফল পাইতেছে কিন্তু সকলের মনে প্রথমে একটী উদ্দেশ্য হয় পরে তাহা সাধন করিবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ ভিন্ন যোগ সাধন হয় না। পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলির জন্য পরিশ্রমে, যত্ন অধ্যাবশ্যয় ও সময় আবশ্যক হয়; বোধ হয় যোগ সাধনে ততোধিক আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ ইহাতে পয়সা খরচ নাই এমন কি পয়সার নাম গন্ধ নাই, কেবল অভ্যাস। অভ্যাসে কি না হয়, অভ্যাসে পাখী রাধা কৃষ্ণ বলে, অভ্যাসে বাঁদর গাড়ী হাঁকায়। অভ্যাস যা করবে ও করাবে তাহাই হবে, বিশেষতঃ "শরীর মহাশয় যা সহাবে তাই সয়;—অভ্যাস সকল কার্য্য সফল হয়। মনকে শাসন করতে, মনই সক্ষম; যেমন রাজাকে শাসন করিতে রাজাই সক্ষম। সমস্ত বহির্মুখ

ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখ করিয়া, বাহিরের সমস্ত বস্তু ও ভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া জীবাত্মাকে—পরমাত্মাতে স্থাপন অর্থাৎ মনকে উদ্দেশ্যে স্থাপন করিতে পারিলে যে ভাব আসে তাহাই "ধ্যান" তাহাই জ্ঞান, বাকি যাহা কিছু সমস্ত গ্রন্থির বৃদ্ধি মাত্র। মোট কথা চিত্ত বৃত্তি বিক্ষিপ্ত না করিয়া নিরোধের নাম যোগ। সকলেই এমন কি রাজারাও যে যাহার নিজের অবস্থা হইতে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সমাধিস্থ নিরুদ্ধ চিত্ত মহা যোগী ব্রহ্মপদও বাসনা করে না। ইহাতে সকলেই ভাবিয়া দেখুন, কোন্ উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ ও সুখকর। যাহাদ্বারা ব্রহ্মপদ তুচ্ছ বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্য অপরাপর উদ্দেশ্য অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই অমূল্যধন লাভের জন্য অধিকাংশ মানব সময় খুঁজিয়া পায় না এবং যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয়; আর বৃথা সুখের আশায় কত পরিশ্রম, কত যত্ন করিতেছে এমন কি অম্লান বদনে নিজের প্রাণকে বিপদগ্রস্থ করে ও কষ্ট দেয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের দিকে কোন রূপ লক্ষ্য নাই। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া যাহার মহাগ্নির দাহিকা শক্তির উপর বিশ্বাস ও অনুভূতি নাই, তাহাকে নাস্তিক।

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহার শক্তির উপর বিশ্বাস ও অনুভূতি নাই, সে কি প্রকারে ভগবানের শক্তিকে নিজের শক্তিবলে বিশ্বাস করিবে। সেই নাস্তিকের সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কাঙ্গাল দাসের ক্ষমতা নাই। ঐ রূপ লোকের মন সর্ব্বদা মোহদ্বারা আচ্ছন্ন, কেবল তাহার সর্ব্ব বিষয়ে "আমার আমার" চিন্তা। কোন্ শক্তিবলে নিজের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় ইহা যাহার অনুভূতি আছে, সে কখনই ভগবান নাই বলিয়া স্বীকার করিবে না। মনে করুন, একজন অপর একজনকে ভালবাসে; যদি তাহার নিজের একটি অমূল্য দ্রব্য (যাহা তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়) থাকে, এবং সেই দ্রব্যটীকে, যাহাকে ভালবাসে তাহাকে পাঠাইতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে কি করিতে হইবে। প্রথমে অমূল্য দ্রব্যটীকে ভাল করিয়া পাট করিয়া ভাঁজিয়া একখানি কাগজ দ্বারা চতুর্দ্দিক চাপাদিয়া দড়িদিয়া বাঁধিয়া, পরে বস্ত্রের টুকরা দ্বারা জড়াইয়া ভাল করিয়া সেলাই করিয়া, সেলাইয়ের স্থানে গালা দিয়া সিল মোহর করিয়া তাহার উপর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া ডাকযোগে মন্তব্যস্থানে পাঠাইয়া দেয়। ভাবিয়া দেখুন যে ভালবাসে সে কত যত্ন, কত পরিশ্রম করিল;

পরে যখন মাল যথাস্থানে পৌছিল, তখন যাকে ভালবাসে, সে রসিদ দিয়া মালটী লইয়া খুলিয়া দেখিল অমূল্যধন, তখন সে আনন্দিত হইয়া একখানি আনন্দ সূচক পত্র লিখিয়া নিজের ভালবাসা জানাইল। ক্রমে ক্রমে ঐ ভালবাসা এত গাঢ় হইল যে একজন আর একজনকে না দেখিলে উভয়ের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে; সেইরূপ আত্মাকে ভগবান দেখাইতে ইচ্ছা থাকিলে ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। উপায়গুলি যথা—

১। আত্মার পাট করা……রিপু দমন অর্থাৎ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখ করণ।

২। কাগজ ও কাপড় দিয়া জড়ান………অর্থাৎ সত্য ও সত্ত্বের দ্বারা আচ্ছাদন করণ।

৩। গালা করিয়া সিলমোহর দেওন……অর্থাৎ মনকে একাগ্রতা করণ।

৪। ডাকযোগে প্রেরণ……অর্থাৎ দীক্ষা ও শিক্ষা গুরুর পদে ভক্তি স্থাপন।

এইবার পাঠকগণ মনে মনে ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, যোগসাধন ও তাহার উদ্দেশ্য অর্থাৎ লক্ষ্য কি? ভালবাসা না

থাকিলে কেহ কাহাকেও চাহিত না। সেই ভালবাসার নামই ভক্তি। যোগের আটটী অঙ্গ, যথা,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। গুরু অভাবে কাঙ্গাল দাসের এই সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই বলিয়া কিছু বলিতে পারিল না। তবে এইটুকু বলিতে পারে যে, মনের একাগ্রতা ও ত্যাগ ভিন্ন যোগ সাধন অত্যন্ত কঠিন।

ভক্তি।

ভক্তি কাহাকে বলে? যাহার হয়েছে সেই জানে। ভগবৎপদে একান্ত রতি ও ভগবানে যৎপরোনাস্তি আসক্তির নাম ভক্তি। ভালবাসা যেখানে সেই খানেই ভক্তি। জগতে "স্বার্থসুচক ও স্বার্থহীন" এই দুই প্রকার ভালবাসা আছে। আবার একরকম, কোন জিনিষ কিম্বা কোন জীবকে হঠাৎ দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। সেইরূপ ভগবানের প্রতি ভালবাসা অর্থাৎ ভক্তি তিন ভাবে উদয় হয়। যথা;—

১। কোন চেষ্টা না করিয়া ভগবানের জন্য আপনা হইতেই হৃদয়ে রসভরা ও আবেগ হয়। তাহাকে "রাগাত্মিকা" ভক্তি কহে। "বেলা গেল",—

মেছুনীর এই কথায় লালাবাবুর ঐ ভক্তি হইয়াছিল।

২। আকাঙ্ক্ষা যুক্ত দেহি শব্দ উচ্চারণ না করিয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে "**অহৈতুকী**" ভক্তি কহে। প্রহ্লাদের "অহৈতুকী" ভক্তি প্রথম হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ধ্রুবের "হৈতুকী" হইতে "অহৈতুকী ভক্তির সঞ্চার হয়।

৩। উদ্দেশ্যহীন অথচ তোমাভিন্ন জানিনা এইরূপ উদয় হইলে তাহকে "**মুখ্যা**" ভক্তি কহে। শ্রীরাধিকা ভিন্ন ঐরূপ 'প্রেমভক্তি' কাহারও ছিল না।

মহাপুরুষেরা প্রায় বাল্যজীবন হইতে ভগবদ্ভক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত না থাকিলে প্রায় ঐরূপ ভাব দেখা যায় না। দরিদ্রের প্রলোভন বস্তুর আকাঙ্খার সংখ্যা কম থাকার দরুণ, তাহারা হৃদয়ে, ধনী অপেক্ষা সহজেই ভক্তিকে আনিতে পারে। ভক্তিরাজ্যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নাই, তাহার প্রমাণ গুহক চণ্ডাল; যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন সূচের

ভিতর দিয়া উটের চলিয়া যাওয়া সহজ কিন্তু ধনী স্বর্গে প্রবেশ সহজ নহে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর";—যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহার তদ্রূপ ঘোর থাক। যিনি পরমহংস দেবের জীবন চরিত পাঠ করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন বিদ্যা ভিন্ন ভক্তি হয় কি না;—মোট কথা জ্ঞানযোগ ও ভক্তি যোগ ভিন্ন তাঁহার দর্শন দুর্ল্লভ;—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের যোগ থাকা চাই, নতুবা কান টানলে মাথা আসবে না, আর মাথা টানলে কাণও আসবে না। ভক্তির নিকট কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। নিজের অহঙ্কার চূর্ণের সময় ভগবানের শক্তি বিলক্ষণ অনুভব হয়। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সকল কাজ করিলে ক্রমে ভয় কমিয়া ভক্তির বিকাশ পায়। কোন লোকের দুটী ছেলে মারা যাওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, "দানের উপর দাবী কি?" এইরূপ জ্ঞানসূচক কথা কাহার প্রাণ হইতে বাহির হইতে পারে? যিনি তাঁহাকে সমস্ত অর্পন করিয়াছেন। অর্থাৎ "যাহা হয় মঙ্গলের জন্য" এইটী যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি তাহার হৃদয়ে থুড়িলাপ খাইতে থাকিবে, শেষে চোখের ভিতর দিয়া অশ্রু আকারে বাহির হইয়া হৃদয়ে প্রেমের ভাবধারণ করিবে। মহৎকৃপাদ্বারা

কিম্বা ভগবানের কৃপালেশ হইতে কখন যে কিরূপে ভগবানের কৃপা হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না ও জানিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য জগাই মাধাই। তাহারা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে তাহারা উদ্ধার হইবে। স্নেহ, ভালবাসা, বিশ্বাস মানুষের অপেক্ষা পশুর অধিক, সেইজন্য ভগবান উহাদের আহারের সর্ব্বদা বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। মানুষের ঐ তিনটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকাতে, রিপুর দৌরাত্ম্যে ভগবানের ছড়ান ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে পারে না কিম্বা নেবার চেষ্টা করে না। আমরা কেবল চামড়া ঢাকা মানুষ; প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পশু অপেক্ষা অধম। আমরা না পশু,—না মানুষ; যেন কিম্ভূত কিমাকার;—আমাদের সব আছে, অথচ কিছুই নাই;—তাই বিশ্বাস তদ্রূপ। প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে যে যা করুক না কেন, তাঁর কাছে কিছুই ছাপা থাক্‌বে না। কিন্তু মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি যে পাপ করিয়া লুকাতে চায় ইহাতে যে কি সুখ পায় তাহা বল্‌তে পারি না;—কেবল যাতনা ভোগ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। "মুনিণাঞ্চ মতিভ্রম",—যখন মুনিদিগের ভ্রম হয়, তখন সাধারণ মানবের পক্ষে ভ্রম অসম্ভব নহে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভ্রম করিয়া তাহা জানিতে পারিয়াও তাহা সংশোধনের

চেষ্টা করে না। ভ্রম গোপন করিয়া ভ্রমের ও পাপের বৃদ্ধি করে। দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দ কাজের বেলায় গোপনে ও ভাল কাজের বেলায় প্রকাশ্যে (ভাল কাজ যথা, দান উপবাস)। প্রকাশ্যদানে মনে অহঙ্কার আসে ও তাহার কোন ফল হয় না। এইদুটী মানব মাত্রেরই প্রথম ভ্রম এবং ইহার দ্বারা পাপের রাশি বৃদ্ধি হইতেছে। হঠাৎ যদি পাপ কার্য্য করা যায় তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার অনুতাপ করা উচিত; তাহা হইলে পাপের শাস্তি হয় ও পাপ করিতে আর ইচ্ছা হয় না।

যোগ সাধনে প্রথমেই উল্লেখ করে যে, "কামিনী কাঞ্চন" ত্যাগ না হইলে যোগসাধনের সুবিধা হয় না। তাহাতে অনেকের মনে উদয় হয় যে কামিনী (অর্থাৎ স্ত্রী. যাহা দ্বারা আধুনিক জন সাধারণে পাশববৃত্তি চরিতার্থ হয়) আর সোনাদানা ত্যাগ করিলেই যোগ সাধন করিতে পারিবে, সেই জন্যে হঠাৎ লোকে অভাবে, রাগে, অভিমানে ইত্যাদি নানা কারণে সংসার ত্যাগ করিয়া ঐ পথে অগ্রসর হয় ও হইবার চেষ্টা করে। সেটা কি বাস্তবিক ধর্ম্মতঃ কাজ হয়? কাঙ্গালদাসের মতে

সে কার্য্যটি ধর্ম্মসঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমে স্ত্রীকে বিশেষতঃ (সন্তান হীন) ঐ পথের পথিক করিবার জন্য ছলে, বলে, কলে, কৌশলে তাহার শরীরের ছয়টি রিপু দমন করাইবার চেষ্টা করা উচিত। সে যদি একান্তই ঐ সকল দমনের ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত (কারণ বিবাহের সময় অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া ভরণ পোষণের জন্য ত্রিসত্য করিতে হয়) করিয়া দিয়া তাহার ইচ্ছানুযায়ীক কার্য্য করিতে দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া নিজে সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হয়; আর সেও যদি ঐ পথের পথিক হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে সঙ্গে রাখিলে বোধ হয় ঐ পথের কণ্টক না হইয়া, সাহায্যকারী হইতে পারে। উভয়ের হৃদয় কামনা শূন্য না হইলে ঐরূপ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমল অন্তকরণ প্রযুক্ত আকাঙ্ক্ষা, মায়া ভোগেচ্ছার পরবশ হইয়া সহজে ঐ পথে যাইতে ইচ্ছা করেনা বলিয়া "কামিনী কাঞ্চন" ত্যাগ করিতে বলে। স্ত্রী জাতি কাম অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া, উহাদের রাসনাম কামিনী এই শব্দে অভিহিত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় পরিত্যক্ত দ্রব্য হইয়াছে। ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এক স্রষ্টার

স্থাপিত হইয়া, স্ত্রী জাতি নিজে নিজে ঘৃণার পাত্রী হয়। স্ত্রী লোক শক্তি সম্ভূতা; সাধ্বী স্ত্রীলোক যদি শক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে পুরুষের সাধ্য কি তাহার নিকট শক্তি প্রকাশ করে; এমন কি যম দাঁড়াইলেও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। স্ত্রী জাতি মনে করিলে তাহাদের সতীত্ব প্রভাবে মৃত স্বামীকে যমের হাত থেকে কাড়িয়া লইতে পারে। যদি "সাবিত্রী সত্যবান" ও "পতিনারায়ণ" এই প্রকারের পুস্তক ভাল রূপে পাঠ করিয়া স্ত্রী জাতি তদনুযায়ীক কার্য্য করে, তাহা হইলে নিজে নিজে শক্তি সম্ভূতা কি না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। যাহারা নিজে শক্তি, তাহাদের সংসারের যাবতীয় লোক দুর্ব্বল হইয়া দুঃখ ভোগ করে কেন? এই সব কষ্ট দেখিয়া কাঙ্গালদাস দুঃখের সহিত কহিতেছে, হে ভদ্রমহিলাগণ! আর নিজেদের মধ্যে বদনাম্ রাখিবেন না, যে যাহার নিজের শক্তি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটির একটা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হউন। এই কাঙ্গাল আপনাদের ছেলে;—ছেলের আবদার রাখুন, ছেলে আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বোল্‌ছে যে,

আপনাদের কামনা বৃদ্ধি করিয়া, সংসারে আর দুঃখ বাড়াইবেন না; আপনাদের কামনা কমাইলে, স্বামীরও ছেলেপুলেদের বিলাসিতা কমিয়া আসিবে, তখন দুঃখ যে কি জিনিষ,তাহা বুঝিতে পারিবেন। আপনাদের সহ্য পুরুষ অপেক্ষা সাতগুণ অধিক; কামনায় বশীভূত হইয়া কেন সেই শক্তি হ্রাস করিতেছেন? পূর্ব্বে কত স্ত্রীলোক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত এক চিতায় নিজের প্রাণকে আহুতি দিয়াছেন; আবার কত স্ত্রীলোক সমর ক্ষেত্রে স্বামীর ধনুকের ছিলার জন্য অম্লান বদনে নিজের চুল কাটিয়া দিয়াছেন। মস্তকের কেশই স্ত্রী জাতীর শোভা। পূর্ব্বকার স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া যখন সেই শোভা নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আপনারা অনিষ্টোৎপাদক কামনাকে নষ্ট করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবেন তাহা বলিতে পারি না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাই কাঙ্গাল আবার বলিতেছে, আর কামনা করিবেন না;—বিষয় রূপ কামনাকে বিষের ন্যায় জ্ঞান করুন;—বিষয় বাসনায়, যে যাহার অবস্থাতে নিজে নিজে বুঝিতে পারিতেছেন, অশান্তি ভিন্ন শান্তি নাই;—স্বামীর দুঃখে দুঃখী হউন;—স্বামীকে ধর্ম্মপথে এগুতে

দিন;—আপনাদের বিলাসিতার দ্রব্য ও অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে অর্থের নিমিত্ত বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করাইবেন না; আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া যান;—লোকনিন্দায় ভয় পাবেন না;—যে যা বলে বলুক; "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কিনা খায়",—স্বামীর যেরূপ আয় সেই বুঝে চলুন,—স্বামীর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হউন;—সোনাদানা ভাল পোষাকের কামনায় আগুণ লাগিয়ে দিন;—তাহাতে উত্তম ক্ষার হইবে, সেই ক্ষারে ভাটি দিয়া মনের ময়লা সাফ্ করুন। কলঙ্কের ডালি (অর্থাৎ শাস্ত্রের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ) মাথা থেকে শিগ্‌গীর নামান, আর দেরী কোরবেন না;—বৃথা সময় চলে যায়; সময় চলে গেলে আর সে সময় পাবেন না; চোরের সঙ্গে থাক্‌লে চোর হতে হবে, তাই কাঙ্গালদাস আপনাদের ছেলে আবার বোল্‌ছে, আগে থাক্‌তে আপনারা কাঞ্চন ত্যাগ করুন;—মনকে সত্য পথে চালান। শক্তির অংশে যখন আপনাদের জন্ম, তখন শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমভক্তি, যদিও সম্পূর্ণ না হউক, কতকণ্টবুটা আনুন;—সহ্য করিয়া হৃদয়ে শান্তি আনুন; শান্তির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই শান্তিময়ের দয়া অনুভব

করিবেন। এইরূপ সমস্ত স্ত্রীলোকের হৃদয়ে যখন শান্তিময়ের আবির্ভাব হইবে, তখন আপনাদের ত্যাগ করা দূরে থাকুক, বেদ ও পুরাণের নূতন সংস্করণে লিখিতে হইবে যে, কেবল কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই যোগ-সাধন ও ভক্তি পথের পথিক হওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আপনাদের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে; কাঙ্গাল দাসের শেষ শিক্ষা এই যে মানবমাত্রেই (কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক) সকলেই হৃদয়ে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিবেন। ছেলে, কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হয় তাহার কথাগুলি মায়েদের মনোরঞ্জন হইল না। এইবার দুচারিটা হরিনাম শুনাইয়া মায়েদের মন ঠাণ্ডা করিয়া দি।

ঝিঁঝিট যৎ।

তিলেক দাঁড়ারে শমন, একবার হরি বলে ডাকিরে।
বিপদ কালে মধুসুদন, আসে কি না আসে দেখিরে॥
লয়ে যাবে সঙ্গে করে, সে জন্য ভাবনা কিরে ;—
তবে হরিনামের কবজ মালা, বৃথা গলায় ধরিরে॥
পতিতগণে দিতে সাজা, আছ তুমি যমরাজা,
আমি পতিত নয়রে পতিত পাবন,
আমার হৃদয় মাঝে চাছেরে॥

কীর্ত্তন—ঢুন একতালা।

চল ত্বরা দেখবি যদি মজার এক তরি।
ভবের ঘাটে বাঁধা আছে, নাইকো নাবিক দাঁড়ি॥
হাল্ ধরে যে, দাঁড় টানে সে, এমনি গুণের তরি;
ওজন ভাঁটা মানেনাকো, যেন কলের গাড়ি॥
ঝড় তুফানে ভয় নাই তার, সাহস বলিহারি;
ধীরে ধীরে বাহে তরি, ঘাটে ঘাটে ফিরি॥
পাপী তাপী যখন যে যায়, একবার বোল্‌লে হরি,
নিজগুণে করেন পার, সেই ভবের কাণ্ডারী॥
তাই বলি মন সদাই বল, বদন ভরে হরি,
বৃথা কাজে আর থেকোনা' এমন সুযোগ ছাড়ি॥
(মিছে মায়ায় আর ভুলোনা এমন সুযোগ ছাড়ি)

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাশ্মিরী খেমটা।

চল যাই বৃন্দাবনে, শ্যাম বিনে যে শ্মশান কাশি।
যাঁর ত্রিশূলে আছে কাশি, তিনিই তাঁর চরণ প্রয়াসী॥
বাজ্‌ছে বাঁশি মধুর স্বরে, ডাক্‌ছে পাপী আয়রে চল্,
কাজ কি তোদের গণ্ডগোলে, ছাড়না তোদের দেখাদেখি॥

বাঁশীর গুণ আছে যত, পাপ মুখে আর বোল্‌বো কত,
যমুনা ব্রজাঙ্গনা, হ'লো শ্যামের সেবা দাসী ;—
যে শুনেছে সেই মজেছে আমরা শুধু বাকি আছি ॥

একদা রাখাল গণে, ধেনু লয়ে তাদের সনে,
যশোদায় বোল্‌লে গিয়ে দে "মা" মোদের
কানাই বাঁশি ॥

কানাইকে কোলে কোরে, স্নেহভরে বোল্লে জোরে,
গোপাল মাঠে যাবে নারে, নে যা তোদের
কাঠের বাঁশি ॥

রাখালগণ দুঃখ ভরে, বোল্‌লে মায়ের চরণ ধরে,
"শ্রীমুখের" রস বিনে মা, বাজেনাতো ঐ বাঁশি ॥
রাধা রাধা বলে বাঁশি, শ্রীরাধার মন হয় উদাসী,
কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে রাধা, পড়লে গলায় প্রেমের ফাঁসি ॥
পশু পক্ষী বৃক্ষলতা, রাধা নামে কয় যে কথা,
ইচ্ছা করে বাঁশি হয়ে "শ্রীমুখেতে" লেগে থাকি ॥
লীলাময়ের লীলাভূমি, বৃন্দাবনের সকল জমি,
তাপিত প্রাণ শীতল করি মেখে গিয়ে রজরাশি ॥
শ্যামের চরণ ধোয়াই গিয়ে, নয়ন জলে দিবানিশি ;—

ঘুচে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা, ভাস্‌বো সুখে দিবানিশি,—
নয়নের ঘোর কেটে যাবে, দেখবো হৃদে কালশশী;
"গোষ্ঠলীলা" সাঙ্গ হল, এখন মা তবে আসি॥

বিদায়।

শান্তি। শান্তি!! শান্তি!!!

"বসে খান রকম পাবেন"

ভগবানের অনুগ্রহে কাঙ্গালদাস পাঠক পাঠিকাগণের সহিত শীঘ্র আর দুই একবার সাক্ষাৎ করিবে; তাহাতে বোধ হয় অনেকের ভবরোগ কমিতে পারে।